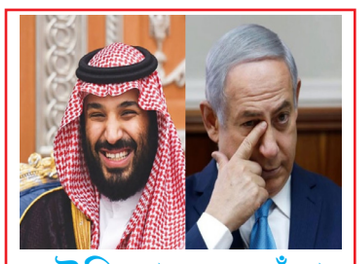

সৌদি আরবের ফাঁকা ভূখণ্ডে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠন করুক: নেতানিয়াহু

সারে-জমিন

কল্যাণীর বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে চার জনের মৃত্যু

রূপসী বাংলা

ট্রাম্পের গাজা ‘খালি’ করার পরিকল্পনায় লাভবান কে

সম্পাদকীয়

মুসলিমদের বাঁচতে ঈমানকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে: সিদ্দিকুল্লাহ

সাধারণ

আইএসএলে আজ মুখোমুখি মহামেডান ও হায়দ্রাবাদ এফসি

খেলতে খেলতে

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
২৫ মাঘ ১৪৩১
৯ শাবান ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 38 ■ Daily APONZONE ■ 8 February 2025 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

নিট প্রবেশিকা পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপ শুরু

আপনজন ডেস্ক: ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) শুক্রবার ঘোষণা করেছে যে মেডিকেল প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট ইউজি ৪ মে নেওয়া হবে। নিট-ইউজি-র জন্য আবেদন প্রক্রিয়া শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে এবং ৭ মার্চ শেষ হবে। পরীক্ষায় বসা পরীক্ষার্থীর সংখ্যার নিরিখে এটি দেশের বৃহত্তম প্রবেশিকা পরীক্ষা। ২০২৪ সালে রেকর্ড ২৪ লক্ষেরও বেশি পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছিলেন। এনটিএ প্রতি বছর মেডিকেল কলেজগুলিতে ভর্তির জন্য এনইইটি পরিচালনা করে। এমবিএসএস কোর্সের জন্য মোট ১,০৮,০০০ আসন রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৫৬ হাজার সরকারি হাসপাতালে এবং প্রায় ৫২ হাজার বেসরকারি কলেজে পড়ে। ডেন্টিস্ট্রি, আয়ুর্বেদ, ইউনানি প্রভৃতি স্নাতক কোর্সে পরীক্ষার্থীরা ভর্তির জন্য নিটের ফলাফল ব্যবহার করের। এনটিএ গত মাসে ঘোষণা করেছিল গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাটি কলম এবং কাগজের মোডে পরিচালিত হবে। উল্লেখ্য, গত বছরের নিটে প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে তদন্ত করছে সিবিআই।

সঞ্জয়ের ফাঁসি চেয়ে সিবিআইয়ের আর্জি গৃহীত হাইকোর্টে, খারিজ রাজ্যের আর্জি

আপনজন ডেস্ক: কলকাতার আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তারকে ধর্ষণ ও খুনের দায়ে সঞ্জয় রায়ের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সিবিআইয়ের আবেদন গ্রহণ করল কলকাতা হাইকোর্ট।
সঞ্জয় রায়ের ফাঁসির দাবিতে হাইকোর্টে আবেদন করেছিল সিবিআই ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার। বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি অরিন্দম মুখোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে, আমরা মনে করি, যেহেতু এই মামলার তদন্ত কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা সিবিআই দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, তাই অপর্যাপ্ত সাজার বিরুদ্ধে আপিল উপস্থাপনের নির্দেশ দেওয়ার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় সরকার।বিএনএসএস-এর ৪১৮ ধারার প্রথম অনুচ্ছেদে ‘উপধারা (২) এ অন্যথায় সরবরাহ করা হয়েছে’ শব্দগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, রাজ্য সরকার যতক্ষণ না কেন্দ্রীয় সরকার বা সিবিআই তা করতে ইচ্ছুক ততক্ষণ এই জাতীয় নির্দেশ জারি করতে পারে না। উপরোক্ত কারণে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পক্ষে দায়ের করা আপিল বিবেচনা করা যাবে না। ফলে সিবিআইয়ের তরফে দায়ের করা আপিল গ্রহণ করা হয়। বিচারপতি দেবাংশু বসাক শুক্রবার বলেন, তদন্ত করেছে সিবিআই। তাই সিবিআইয়ের আবেদন গৃহীত হয়েছে এবং রাষ্ট্রপক্ষের আবেদন খারিজ করা হয়েছে।
গত ২০ জানুয়ারি শিয়ালদহ আদালত সঞ্জয় রায়কে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই রায়ে হতাশা প্রকাশ করে বলেছিলেন, সরকার দোষীর মৃত্যুদণ্ড চাইবে। এর একদিন পরেই রাজ্য সরকার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। ২৪ জানুয়ারি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় সিবিআই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আবেদনের বিরোধিতা করে শীর্ষ আদালত জানায়, শুধুমাত্র নির্যাতিতার পরিবার, তদন্তকারী সংস্থা বা দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি উচ্চতর আদালতে আপিল করতে পারবেন। রাজ্য সরকার তখন যুক্তি দিয়েছিল যে ঘটনাটি রাজ্য সরকারের একটি হাসপাতালে ঘটেছে এবং আইনশৃঙ্খলা রাজ্যের বিষয়। তাই তাই তাদের আর্জি বিবেচনা করা হোক। কলকাতা হাইকোর্ট অবশ্য রাজ্য সরকারের সেই আর্জি মানতে চায়নি।

বাজেটে বিহার পায় বোনাস, বাংলা পায় অবরোধ: অভিষেক

আপনজন ডেস্ক: বৃহস্পতিবার লোকসভা ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মুলতুবি রাখা হয়েছে। সোমবার সকাল ১১টায় সংসদের নিম্নকক্ষের বৈঠক বসবে। তবে, এদিন বিরোধী দলের সদস্যরা কেন্দ্রীয় বাজেটে বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলির প্রতি বঞ্চনা নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ করেন। ২০২৫-২৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটকে ‘বাংলাবিরোধী’ আখ্যা দিয়ে এনডিএ সরকারের বিরুদ্ধে ‘আধা যুক্তরাষ্ট্রীয়তা’ প্রথা চালানোর অভিযোগ তোলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ। লোকসভার বাজেট আলোচনায় অংশ নিয়ে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বাজেট বরাদ্দে অসম আচরণকে তুলে ধরতে তিনি ‘হাফ-ফেডারেলিজম’ শব্দবন্ধটি তৈরি করেন। অভিষেক বলেন, কেন বলছি ‘হাফ-ফেডারেলিজম’ তা আরও ভালভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য আমি আপনাকে একটি উদাহরণ দেব। বিহারে বিজেপির জোটসঙ্গী জেডিইউয়ের ১২ টি আসন রয়েছে, যার অর্থ বিহারে বিজেপির ১২ জন সাংসদ রয়েছেন। বাংলায় বিজেপির ১২ জন সাংসদ রয়েছেন, বিজেপি বিহারে ক্ষমতায় থাকলেও বাংলায় নয়। তাই বিহার বোনাস পায় এবং বাংলা অবরোধ পায়। এটাই ‘হাফ ফেডারেলিজম’।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় বাজেটকে “বাংলা বিরোধী” বলে অভিহিত করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে রাজ্যের জন্য একটিও অর্থবহ আর্থিক বরাদ্দ করা হয়নি। তিনি জোর দিয়ে বলেন, ১.৭ লক্ষ কোটি টাকা এখনও আটকে রয়েছে বিভিন্ন খাতে পশ্চিমবঙ্গের পাওনা, যা একটি ইচ্ছাকৃত আর্থিক অবরোধ এবং রাজ্যের বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও উন্নয়নকে দমন করার একটি পরিকল্পিত পদক্ষেপ। কেন্দ্র যেখানে টাকা আটকে রেখেছে, বাংলার মানুষ ও তাদের জীবিকা নিয়ে রাজনীতি করছে, সেখানে বাংলা ভিক্ষা চাইছে না। আমরা নির্মাণ করি, আমরা সরবরাহ করি, আমরা অগ্রসর হই, আমরা তাদের সমর্থন সহ বা ছাড়াই বৃদ্ধি পাই। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, দেশ এই সত্যটি স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছে যে বিজেপি “ভাষণ, জুমলা এবং প্রচার” এর পক্ষে দাঁড়িয়েছে যেখানে তাদের বক্তৃতাগুলি আসল পদক্ষেপ নেওয়ার পরিবর্তে এনডিএ সরকারের “কিছুই সরবরাহ না করার” পক্ষে সওয়াল করে। বাজেটে প্রস্তাবিত নতুন আয়কর স্ল্যাব সম্পর্কে তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার গর্বের সঙ্গে ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের জন্য কোনও কর দেবে না বলে ঘোষণা করেছে। কিন্তু পর্দার আড়ালে তারা নীরবে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি, অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ, নিত্য পণ্যের ওপর লুকানো কর আরোপের মাধ্যমে হারানো রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করে।
অন্যদিকে, মৎস্যজীবীদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে বিরোধী সাংসদরা শুক্রবার সংসদ চত্বরে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ভারতীয় মৎস্যজীবীদের গ্রেপ্তার অব্যাহত রাখার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

কাউকে গ্রেফতার করতে গেলে তার কারণ জানানো বাধ্যতামূলক: শীর্ষ কোর্ট

আপনজন ডেস্ক: গ্রেপ্তার হওয়া কোনও ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের কারণ সম্পর্কে অবহিত করা সংবিধানের ২২(১) অনুচ্ছেদের অধীনে মৌলিক অধিকার বলে উল্লেখ করে সুপ্রিম কোর্ট শুক্রবার জোর দিয়ে বলেছে যে এই তথ্যটি অবশ্যই স্পষ্ট এবং কার্যকরভাবে জানাতে হবে।
আদালত রিমান্ডের সময় অনুচ্ছেদ ২২(১) মেনে চলা নিশ্চিত করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তব্যের উপরও জোর দিয়ে বলেন, কোনও আইন লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি গ্রেফতারের কারণ সম্পর্কে অবহিত না হলে বিধিনিষেধের ক্ষেত্রেও জামিন মঞ্জুর করার ন্যায্যতা প্রমাণ করতে পারে। বিচারপতি অভয় এস ওকা এবং বিচারপতি এন কোটিশ্বর সিংয়ের একটি বেঞ্চ ভারতীয় সংবিধানের ২২(১) অনুচ্ছেদে গ্যারান্টিযুক্ত গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের কারণ সম্পর্কে অবহিত করার বাধ্যতামূলক প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে পৃথক কিন্তু সহমত রায় দিয়েছে।
এ ব্যাপারে বিচারপতি ওকারের কিছু প্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষণ হল: গ্রেপ্তারের কারণ সম্পর্কিত তথ্য গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে এমনভাবে সরবরাহ করতে হবে যাতে গ্রেফতারের মৌলিক তথ্য সম্পর্কে পর্যাপ্ত গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে তার নিজের ভাষায় জানানো হয়, যাতে তিনি সাংবিধানিক রক্ষাকবচের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন। তিনি বলেন, যখন গ্রেফতারকৃত অভিযুক্ত ২২(১) অনুচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা মেনে চলছে না বলে অভিযোগ করে, তখন ২২(১) এর প্রয়োজনীয়তা মেনে চলা প্রমাণ করার জন্য তদন্তকারী অফিসার এজেন্সির উপর সর্বদা দায়বদ্ধতা থাকবে। ২২(১) অনুচ্ছেদ অমান্য করলে তা অভিযুক্তের মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন হবে, যা উক্ত অনুচ্ছেদে নিশ্চিত করা হয়েছে। যখন গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিকে রিমান্ডের জন্য জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়, তখন ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব বাধ্যতামূলক সুরক্ষা ব্যবস্থা মেনে চলা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করা। সংবিধানের ২২(১) অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন প্রমাণিত হলে আদালতের কর্তব্য অভিযুক্তের মুক্তির আদেশ দেওয়া। বিচারপতি ওকারের পর্যবেক্ষণ ছাড়াও, বিচারপতি সিং পর্যবেক্ষণ করেন, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৫০ ধারায় গ্রেপ্তার ব্যক্তির বন্ধু, আত্মীয়স্বজন বা মনোনীত ব্যক্তিদের গ্রেফতার ও আটকের স্থান সম্পর্কে অবহিত করার বাধ্যবাধকতা দেয়। তিনি বলেন, এই বিধানটি আটক ব্যক্তির আইনি আশ্রয়ের সুযোগ দেওয়া নিশ্চিত করে এবং তাদের নিখোঁজ হওয়া রোধ করে। ৫০ ধারা পালনে ব্যর্থতা আটককে অবৈধ করে তুলতে পারে।

আশ শিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

❑ জগন্নাথপুর ❑ সহরার হাট ❑ ফলতা ❑ দঃ ২৪ পরগণা পিন- ৭৪৩৫০৪

মেয়েদের সুরক্ষা আমাদের কাছে অগ্রগণ্য।
এবং একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল

আর ভিন রাজ্যে নয়!
মেয়েদের নার্সিং স্কুল
এখন
ফলতার সহরারহাটে

২০২৪-২৫ বর্ষে
GNM
কোর্সে
ভর্তি চলছে

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০ বেড সমৃদ্ধ নিজস্ব হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- জেলায় প্রথম একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল।
- উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত সুপরিসর ভবন।

অন্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক কম কোর্স ফিজ - 2.5 লাখ

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা আছে

যোগাযোগ
6295 122 937
9732 589 556
www.ashsheefahospital.com

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

সায়েন্স / আর্টস / কমার্স---
যেকোন স্ট্রিমে HS-এ
40% নম্বর পেলেই ভর্তি হতে পারবেন

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর), MBBS, MD, Dip Card

প্রথম নজর

খড়গ্রামে সমবায় সমিতি জিতে নিল তৃণমূল

রঙ্গীলা খাতুন ● কান্দি

আপনজন: খড়গ্রাম কীর্তিপুর বুধুরা পাড়া কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস। ৬ আসন মধ্যে ৬ টিতেই জয় পেয়েছে তৃণমূল সমর্থক পার্থী।মুর্শিদাবাদ জেলার খরগ্রাম ব্লকের কীর্তিপুর বুধুরা পাড়া কৃষি উন্নয়ন সমেতিতে ৪৬৪ জন সদস্যের ৬ টি আসনে গত ৫ই জানুয়ারি নির্বাচন হয় , কৃষি উন্নয়ন সমিতি নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস। ৬ আসন মধ্যে ৬ টিতেই জয় পেয়েছে তৃণমূল পার্থী। আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার ছিল সমবয় পরিচালন সমতি গঠনের দিন , সরকারি আধিকারিক সমবায় পরিদর্শক শিশির দত্ত এর উপস্থিতে খড়গ্রাম কীর্তিপুর বুধুরা পাড়া কৃষি উন্নয়ন সমিতি পরিচালন সমেতি গঠন করা হয়। এই সমবায় সমিতির সভাপতি হিসাবে নির্বাচন হন আব্দুল হামিদ, সহ-সভাপতি যাদব হাজরা, সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হন মফিজুর রহমান ।

সৌমিকের নেতৃত্বে তৃণমূল জিতল সমবায় সমিতিতে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: বিধায়ক সৌমিক হোসেনের নেতৃত্বে চক ইসলামপুর ইউনিয়ন নং ৪ কো অপারেটিভ মাল্টি পারপাশ সোসাইটি এর নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস নয় জন প্রার্থীর মধ্যে আট জন প্রার্থী জয় লাভ করলেন,বাকি এক জন বিরোধী দলের প্রার্থী জয়লাভ করলেও সঙ্গে সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস যোগদান করেন বলে বাকি জয়ী সদস্যরা জানান। রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় বিধায়ক সৌমিক হোসেনের নেতৃত্বে যেভাবে রানীনগর বিধান সভার উন্নয়ন মূলক কাজ করে চলেছেন সেই উন্নয়ন দেখে কোনো বিরোধী থাকছে না ।তেমনি ভাবে এদিন কো অপারেটিভ মাল্টি পারপাশ সোসাইটির নির্বাচনেও বিরোধী শুন্য হয়ে যায়।এই জয়ের ফলে সকল জয়ী প্রার্থীরা বিধায়ক সৌমিক হোসেন কে ধন্যবাদ জানান বিধায়কের নেতৃত্বে এই

জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে চলল গুলি, নিহত একজন

আসিফা লস্কর ● উস্থি

আপনজন: দীর্ঘদিন ধরে চলছিল জমি বিবাদ,আর জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে চলল গুলি। গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয় বুদ্ধদেব হালদার নামে এক ব্যক্তি।ঘটনাটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্তি থানার বাগাড়িয়ায়। গুলিতে নিহত বুদ্ধদেব হালদার(৫৫) উস্তি থানার শ্রীচন্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের চকদেবী ঘোষ এলাকার বাসিন্দা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে বাগাড়িয়াতে বুদ্ধদেব হালদার অফিসে বসেছিল সেই সময় বাইকের করে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী এসে বুদ্ধদেব হালদারকে লক্ষ্য করে গুলি করে। পরে তাঁকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসকরা বুদ্ধদেব হালদারকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করে ইতিমধ্যেই তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। এ বিষয় ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিতুন কুমার দে জানান, মাটিকাটার ব্যবসা ও জমি জমা সংক্রান্ত ব্যবসা নিয়েই বচসার জেরে এই ঘটনা ঘটেছে। ইতিমধ্যেই এলাকায় তল্লাশি অভিযানে নামা হয়েছে। এবং এই ঘটনায় তিনজনকে আটক করা হয়েছে।স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বুদ্ধদেব হালদার এলাকায় জমির দালালি ও মাটি কাটার ব্যবসা করতেন।এই বিষয়ে মগরাহাট ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি ইমরান হোসেন মোল্লা তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরে মাটি কাটার ও জমির দালালির ব্যবসা করতো বুদ্ধদেব হালদার। এই ঘটনায় বিরোধীরা শাসকদলের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করছে যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে এই খুন এমন কোন বিষয় নয়। এই ঘটনার সঙ্গে রাজনৈতিক কোনো যোগ সাদৃশ্য নেই। জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে এবং এই খুনের ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে রাজনৈতিক কোন সম্পর্ক নেই।

সংসদ সভাপতিকে শিক্ষকদের স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: বৃহস্পতিবার হাইস্কুল টিচারদের সংগঠন “অল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন” এর পক্ষ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগের পঠনপাঠন, পরীক্ষা প্রক্রিয়া ও শিক্ষক সমস্যা নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য মহাশয়কে কয়েকটি বিষয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হল। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক চন্দন গরাই ও রাজ্য সভাপতি মনোজ কুমার মন্ডল সহ পাঁচজন রাজ্য নেতৃত্ব। তাদের দাবির মধ্যে অন্যতম হল- প্রথম ও দ্বিতীয় সেমিস্টারের প্রশ্ন কাউন্সিল তৈরি করুক, মডেল প্রশ্ন ওয়েবসাইটে আপলোড, শিক্ষকদের মাধ্যমে প্রশ্ন আপলোড, জুনিয়র হাইস্কুলের পিজি টিচারদেরকে উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগে পাঠদানের সুযোগ প্রদান ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ণ, ৮,১৫ ও ২৪ বছরে পদোন্নতি, ক্যাস চালু, উত্তরপত্র মূল্যায়ণের জন্য রেমুনারেশন বৃদ্ধি প্রভৃতি।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদে আত্মঘাতী হলেন স্বামী

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● বারুইপুর

আপনজন: বারুইপুরেস্বামী স্ত্রীর বিবাদে আত্মঘাতী হলেন স্বামী । মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে তদন্তের কাজ শুরু করেছে পুলিশ। আর্থিক সমস্যার কারণে সংসারে অশান্তি ছিল।

বৃহস্পতিবার স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তুমুল বিবাদ হয়। এরপর স্ত্রী রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। শুক্রবার ঘর থেকে উদ্ধার হলো স্বামীর গলায় ফাঁস লাগানো ঝুলন্ত মৃতদেহ।আর এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দ: ২৪ পরগনার বারুইপুর পৌরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম উত্তম বারিক (৫২)। স্ত্রীর নাম সঙ্গিতা বারিক। তাঁদের বিশ বছর আগে বিয়ে হয়েছিল।উত্তম বারিক দালালির কাজ করতেন। বেশ কিছু দিন তাঁর আয় কম হচ্ছিল। বাজারে অনেক টাকা দেনা হয়ে গিয়েছিল বলেও খবর। এদিকে সংসারে অনটন চলায় স্বামী স্ত্রীর মধ্যেও বিবাদ চলছিল বেশ কিছু দিন ধরে।

সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের পথসভা ধর্মতলায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: কেন্দ্রীয় বাজেটে মিড ডে মিল কর্মীদের সুরাহার কোন ব্যবস্থা না করার প্রতিবাদে এবং রাজ্য বাজেটে বরাদ্দ বাড়িয়ে মিড ডে মিল কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি ও ছাত্র ছাত্রীদের পুষ্টিকর খাদ্য পরিবেশন, ১২ মাসের বেতন সহ ১০ দফা দাবিতে সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়ন এর নেতৃত্বে প্রায় ৫ শতাধিক মিড ডে মিল কর্মী শিয়ালদহ থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল করে । মিছিল শেষে কেন্দ্রীয় বাজেটে অগ্নিসংযোগ করেন রাজ্য সম্পাদিকা মনোরমা হালদার। এছাড়া বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য অফিস সম্পাদক শিবানী মজুমদার। ওখান থেকে দুটি প্রতিনিধি দল শিক্ষা মন্ত্রী ও প্রোজেক্ট ডাইরেক্টর এর কাছে ডেপুটেশন দিতে যায় । দাবি মানা না হলে আরো বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় । রাজ্য সভাপতি সুনন্দা পন্ডার নেতৃত্বে এবং রাজ্য সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা করের নেতৃত্বে দুটি টিম প্রজেক্ট ডিরেক্টর ও শিক্ষামন্ত্রী কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়ার পর তারা দাবিগুলোর যৌক্তিকতা মেনে সমস্ত রকমের সাহায্যে আশ্বাস দেন।

কল্যাণীর বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে চার জনের মৃত্যু, গ্রেফতার কারখানার মালিক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: কল্যাণীর রথ তলায় বাজি কারখানায় ভয়ংকর বিস্ফোরণ। চার জনের মৃত্যু হয়। এই কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনায় কারখানার মালিক খোকন দাসকে শুক্রবার সন্ধ্যায় গ্রেফতার করে পুলিশ। দুপুর থেকেই তার খোঁজ চালাচ্ছিল পুলিশ। প্রথমে ওই কারখানার মালিক একজন মহিলা বলে পুলিশ জানতে পারে। ওই কারখানাতে অধিকাংশ মহিলারাই কাজ করতেন। কারখানার বৈধ কাগজপত্র নেই বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। ঘিঞ্জি এলাকায় এইরকম একটি বাজির কারখানা চালানোর অপরাধে খোকন বিশ্বাসকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মেদিনীপুরের বিস্ফোরণের পর থেকেই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া ছিল এলাকায় কোনরকম জনবসতিপূর্ণ জায়গায় বেআইনি বাজির কারখানা থাকবে না। মুখ্যমন্ত্রীর সেই নির্দেশের পরেও কখনো মহেশতলা কখনো ডায়মন হারবার কখনো বারাসাতে দত্তপুকুর এবং অবশেষে কল্যাণীতে বেআইনি বাজির কারখানায় বিস্ফোরণ ঘটে এবং একাধিক জনের জীবন হানি হয়। শুক্রবার বিকেলে বিস্ফোরণের পর ঘটনাস্থলে গেলে স্থানীয় মানুষের বিক্ষোভের মুখে পড়েন বিজেপির দুই বিধায়ক অম্বিকা রায় ও বঙ্কিম হাজরা। এলাকার মানুষজন রাজনীতি নয় এই বিপদের সময় প্রশাসনের সহযোগিতা দাবি করতে থাকেন।কল্যাণীতে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে মৃতরা হলেন ভারতী চৌধুরী(৬০), রুমা সোনার (৩৫) অঞ্জলি বিশ্বাস (৬০) ও দুর্গা সাহা (৪০)।উজ্জ্বলা ভূঁইয়া (৪০) আহত। শুক্রবার দুপুরে বিস্ফোরণের পর ওই বাজি কারখানাটিতে আগুন লেগে যায়। দমকল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভায়। ওই কারখানার মধ্যে থেকে একাধিক ঝলসানো দেহ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কল্যাণী থানা সহ বিশাল পুলিশ ফোর্স। কি করে ওই বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ ঘটল তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। এই বিস্ফোরণের ঘটনায় এলাকা জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।কল্যাণীতে যে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ লেগে আগুন ধরে যায় সেই এলাকাটি এত ঘিঞ্জি সেখানে ঘটনাস্থলে পৌঁছতে রীতিমত বেগ পেতে হয় দমকল ও পুলিশকে। যে তিনজনের মৃতদেহ ওই পুড়ে যাওয়া কারখানা থেকে উদ্ধার করা হয় তার মধ্যে তিনটি মহিলার দেহ এবং একটি পুরুষের দেহ।স্থানীয় মানুষের অভিযোগ এই রথতলার ঘিঞ্জি এলাকায় পরপর বেশ কিছু বাড়িতে বাজি কারখানা রয়েছে। এই এলাকায় প্রায় কুটির শিল্পের মত অনেকেই এই বাজি তৈরি করে উপার্জন করে।জনবহুল এই এলাকায় দমকলের হোস পাইপ পৌঁছানো যায়নি। বালতি করে জল নিয়ে দমকল কর্মীরা ওই কারখানার আগুন নেভায়। জানা গেছে, যে কারখানাটি বিস্ফোরণে পুরোপুরি ভস্মীভূত হয়ে যায় সেই কারখানা মালিক খোকন বিশ্বাস। তাকে পুলিশ শুক্রবার সন্ধ্যে নাগাদ গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে বৈঠক থানায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: চলতি সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে শুক্রবার বাগনান থানা এলাকার বিভিন্ন মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের উপস্থিতিতে প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হল বাগনান-১নং ও বাগনান-২ নং ব্লকের মিটিং হলে। উপস্থিত ছিলেন বাগনান-১নং ব্লকের বিডিও মানস কুমার গিরি,বাগনান-২ নং ব্লকের বিডিও নেহাল আহমেদ,বাগনান থানার আইসি অভিজিত দাস,বাগনান-২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়জিত নন্দী,বাগনান ট্রাফিক থানার ওসি বিকাশ পাল সহ অন্যান্য প্রশাসনিক কর্তারা।

ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং বিষয় নিয়ে ডাক্তারদের উপস্থিতিতে সেমিনার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বজবজ

আপনজন: বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং ও আশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং-এর উদ্যোগে নোদাখালী থানার চন্ডিপুর মোড়ে, বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং-এর অডিটোরিয়ামে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভার আয়োজন করা হলি বৃহস্পতিবার। এতে বিভিন্ন এলাকার ১০০ জন চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বজবজ ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহ আলম, ডিরেক্টর ডক্টর ফারুকউদ্দিন পুরকাইত, প্রিন্সিপাল রত্না কোটালসহ আরও অনেক বিশিষ্ট অতিথি।

সেমিনারে মূলত উচ্চ মাধ্যমিক পাস করা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার গঠনের উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়। চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহ আলম তাঁর বক্তব্যে বলেন, বর্তমানে নার্সিং কোর্স ছেলেদের জন্যও একটি ভালো সুযোগ তৈরি করেছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, পরিবারে একজন প্রশিক্ষিত নার্স থাকলে তা পরিবারের জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক হতে পারে। এছাড়া, বজ বজ ইনস্টিটিউটে কম খরচে নার্সিং কোর্স করার সুযোগ রয়েছে। তিনি আরও জানান, ভবিষ্যতে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নার্সিং কোর্সে ভর্তির জন্য বিশেষ কোচিং ব্যবস্থার পরিকল্পনা রয়েছে।

এরপর, ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর ডক্টর ফারুকউদ্দিন পুরকাইত বলেন, নার্সিং কোর্স ছেলেদের জন্যও একটি বড় সুযোগ। উচ্চমাধ্যমিকে ন্যূনতম ৪০% নম্বর পেলেই যে কোনো স্ট্রিমের ছাত্র-ছাত্রী এই কোর্সে ভর্তি হতে পারবে। বজ বজ ইনস্টিটিউট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে কিছুটা ব্যতিক্রম, কারণ এখানে তুলনামূলকভাবে কম খরচে কোর্স সম্পন্ন করার সুযোগ রয়েছে। এছাড়া, ইনস্টিটিউটের নিজস্ব হাসপাতাল, হোস্টেল সুবিধা এবং অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। দরিদ্র ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন স্কলারশিপ ও স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের সুবিধাও দেওয়া হয়। অন্যদিকে, ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপাল রত্না কোটাল তাঁর ৪০ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষার্থীদের আশ্বস্ত করেন যে, পরিশ্রম করলে ভালো ফলাফল নিশ্চিতভাবেই আসবে এবং চাকরির অভাব হবে না। তিনি জানান, বর্তমান সময়ের হেলথ সেক্টরে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। নার্সিং কোর্স সম্পন্ন করার পর শিক্ষার্থীরা পাবলিক হেলথ নার্স, কমিউনিটি হেলথ নার্স, চাইল্ড হেলথ নার্স এবং কমিউনিটি হেলথ অফিসারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করার সুযোগ পাবেন। সেমিনারটি শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও দিকনির্দেশনামূলক ছিল, যা তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় সহায়ক হবে।

মাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে জেলা প্রশাসনের বিজ্ঞপ্তি

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: জীবনের সবচেয়ে প্রথম বড় পরীক্ষা মাধ্যমিক পরীক্ষা। এই মাধ্যমিক পরীক্ষাকে সাফল্যমন্ডিত করতে সরকারিভাবে কোনো রকম খামতি রাখা হয় না। আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত পূর্ব বর্ধমান জেলায় মাধ্যমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। জেলায় ২৪১টি কেন্দ্রে মোট ৪৫,৪৯৩ জন পরীক্ষার্থী (২৬,০৪৯ জন ছাত্রী এবং ১৯,৪৪৪ জন ছাত্র) পরীক্ষায় অংশ নেবে।

এছাড়া, ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১১ মার্চ উচ্চমাধ্যমিক, আলিম ও ফাজিল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে ১২,৫৬৮ জন ছাত্র ও ১৫,০৫৩ জন ছাত্রী অংশগ্রহণ করবে।

পরীক্ষা নির্বিঘ্ন করার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের সহায়তায় জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে একটি ডিস্ট্রিক্ট কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। যেকোনো সমস্যায় সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ৯৪৩৪৬৬৮৮৮০ অথবা ৮০০১১৯২৭৪০ নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে।

খিলাফত-সেনা মৌলানা রফিকুল হাসান স্মরণে দোয়া, আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● আমতলা

আপনজন: খিলাফত আন্দোলনের বীর সেনানী, কোরান প্রচার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদের অনুরাগী মরহুম মৌলানা রফিকুল হাসানের দোয়া মেহফিল ও গণপ্রার্থনা অনুষ্ঠিত হল দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিষ্ণুপুর থানার আমতলা সংলগ্ন চক এনায়েতনগর গ্রামে। মরহুম মৌলানা রফিকুল হাসানের দুই ছেলে শফিকুর রহমান ও আতিকুর রহমানের উদ্যোগে গঠিত হল মৌলানা রফিকুল হাসান ফাউণ্ডেশন। এই ফাউণ্ডেশন নানা ধরণের সামাজিক কাজে এগিয়ে যাবে বলে পুত্রদ্বয় জানান। এদিন দোওয়া খায়ের করেন শাইখুখ-উল হাদিস মৌলানা মুফতি ফকরুদ্দিন সাহেব। বক্তব্য বলেন মৌলানা দীন ইসলাম বৈদ্য , মুফতি সাহাবুদ্দিন, শফিকুর রহমান প্রমুখ। বক্তারা বলেন , মৌলানা রফিকুল হাসান শুধু খিলাফত আন্দোলনের বীর সেনানী নন, তিনি ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী, দেশপ্রমিক সম্পাদক ও সাংবাদিক। বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্থপতি। দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ। এই ছিল তার ব্রত। নবপ্রজন্মের কাছে তার ইতিহাস জানানো জরুরি। দু-একজন সাংবাদিক তাকে নিয়ে লিখেছেন। তাই তকে নিয়ে ইতিহাস-গ্রন্থ করা জরুরি। তাঁর সৎ জীবনযাপন মানুষের কাছে বেশি করে তুলে ধরা দরকার। না হলে আমাদের ইতিহাস মানুষের কাছে বিস্মৃত হয়ে যাবে। জীবনে তিনি নানান মনীষার সংস্পর্শে এসেছেন। তাঁর কোরান প্রচার পত্রিকা আরো নিয়মিত করার দাবি উঠে।

শিক্ষক সমিতির সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: শুক্রবার হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া নিমদীঘি শুভম হলে নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি হাওড়া জেলার পক্ষ থেকে সংগঠনের ৯০ তম বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আবৃত্তিতে প্রথম স্থান অধিকার করে বাগনান থানার পশ্চিম বাইনান আনন্দময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী কাজী হুমাইরা। তার এই সাফল্যে বেজায় খুশি তার স্কুলের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকা ও তার পিতা সমাজসেবী কাজী ইবাদুর রহমান, তিনি বলেন তার একমাত্র কন্যাকে উচ্চ শিক্ষিত করে সুনাগরিক গড়ে তুলব।

ডেথ সার্টিফিকেটে মৃত, ১৮ বছর পর বাড়ি ফিরলেন ইসমাইল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কাঁথি

আপনজন: দীর্ঘ প্রায় ১৮ বছর নিখোঁজ থাকার পর যুবক হঠাৎ বাড়ি ফিরল।তবে হ্যাঁ, নিখোঁজ অবস্থায় যুবক থাকলেও এখন তিনি ৫০ বছর বয়সী ব্যক্তি। পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথির এক নম্বর ওয়ার্ডের ছোট দারুয়ার বাসিন্দা ইস্মাইল আলি খান। বাড়ি ফিরতেই খুশির জোয়ার পরিবার থেকে আত্মীয়-স্বজন গ্রামবাসীদের মধ্যে। নিয়ম অনুযায়ী নিখোঁজ হওয়ার ১০ বছর পূর্ণ হতেই তার মৃত্যু হয়েছে ধরে নিয়ে সরকারি ডেথ-সার্টিফিকেট পেয়েছিল পরিবারের লোক।সেরে ফেলা হয়েছিল পরলৌকিক আচার অনুষ্ঠান।তার সমস্ত সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারা করা হয়ে গেছিল পরিবারের অন্য সদস্যদের মধ্যে। এরপর হঠাৎই বৃহস্পতিবার রাতে বাড়িতে হাজির হন ইসমাইল আলী খান। বাড়িতে ফিরেই সকলকে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েন। তাকে দেখতে হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমান। ইসমাইলকে নিয়ে হাজির হয়েছেন মুম্বাইয়ের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা। জানা গেল ২০০৭ সালে কর্মসূত্রে ভিন রাজ্যে গিয়েছিলেন ইসমাইল (ওরফে খোকন)। তারপর থেকে তিনি নিখোঁজ হয়ে যান।পরিবারের লোকজন বহু খোঁজাখুঁজি করেছেন। কোথাও পাওয়া যায়নি। এমনি করে ১৮ বছর কেটে গেছে। মুম্বাইয়ের একটি সরকারি হাসপাতালে মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে ঘুরছিলেন এই যুবক। সেখান থেকে উদ্ধার করে মুম্বাইয়ের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘শ্রদ্ধা’। ‘শ্রদ্ধা ‘হসপিটালে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে তার চিকিৎসা চালায়। এরপর তিনি বাড়ি ফেরার জন্য আকুল হয়ে পড়েন। তার কাছ থেকে সমস্ত ঠিকানা নিয়ে পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে বৃহস্পতিবার স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন শ্রদ্ধা তাদের প্রতিনিধি মারফত বাড়িতে ফেরালো। ওসমান এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। কিন্তু তাকে চিকিৎসার মধ্যে থাকতে হবে বলে জানান প্রতিনিধিরা। প্রতিনিধিদের এক বাঙালি সদস্য সমর বসাক জানান, চিকিৎসার মধ্যে থাকলে কোন সমস্যা হবে না তার। বাড়িতে ছেড়ে তার বেশ কিছু ওষুধপত্র দিয়ে গেলেন শ্রদ্ধা সংস্থার প্রতিনিধিরা। আগামী দুবছর সমস্ত তার ওষুধ পত্র চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে মুম্বাইয়ের এই সংস্থা।

প্রথম নজর

ওমরাহ পালনকারীদের জন্য সৌদি আরবের সুখবর

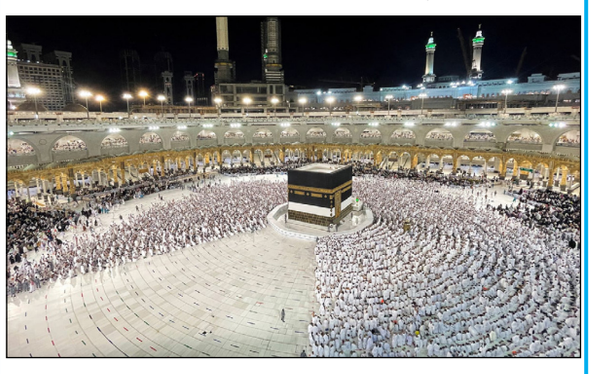

আপনজন ডেস্ক: সৌদি সরকার গত বছরের মার্চে সব হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য মেনিনজাইটিস টিকা বাধ্যতামূলক করেছিল। এবার পবিত্র ওমরাহ পালনে মেনিনজাইটিস টিকা নেওয়ার বাধ্যবাধকতা বাতিল করেছে সৌদি আরব। বৃহস্পতিবার (৬ ফেব্রুয়ারি) দেশটির সিভিল এভিয়েশনের জেনারেল অথরিটি এ তথ্য জানিয়েছে।

এর আগে দেশটি এক নির্দেশনায় বলেছিল, ১০ ফেব্রুয়ারির পর যারা ওমরাহ করতে আসবেন, তাদের অবশ্যই নেইসেরিয়া মেনিনজাইটিস টিকা নিতে হবে। এতে আরও বলা হয়, সব ধরনের ভিসাধারীর ক্ষেত্রেই এটি কার্যকর হবে।

নির্দেশনায় আরও বলা হয়েছিল, সৌদিতে আসার অন্তত ১০ দিন আগে টিকাটি নিতে হবে ও তিন বছর আগে যারা টিকা নিয়েছিলেন তাদেরও নতুন করে নিতে হবে। তবে নতুন নির্দেশনার মাধ্যমে আগের সব নির্দেশনাই বাতিল হয়ে গেছে। এরই মধ্যে দেশটির সিভিল এভিয়েশন এ সংক্রান্ত নির্দেশনা সব বিমান সংস্থাকে পাঠিয়েছে।

এদিকে পবিত্র রমজান মাস শুরু হতে এক মাসেরও কম সময় বাকি আছে। বছরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় রমজানে সবচেয়ে বেশি মানুষ ওমরা করতে যান।

মেনিনজাইটিস টিকার বাধ্যবাধকতার কারণে সাধারণ মানুষের সৌদিতে যাওয়া একটু কঠিন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কারণে এখন সবাই নির্বিঘ্নে সৌদিতে গিয়ে ওমরা করে আসতে পারবেন।

নিরাপত্তা বাহিনী ও সন্ত্রাসীদের মধ্যে তুমুল লড়াইয়ে পাকিস্তানে নিহত ১৩

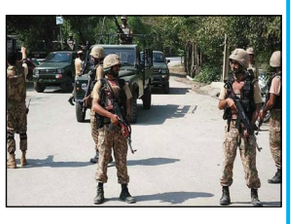

আপনজন ডেস্ক: খাইবার পাখতুনখোয়ার উত্তর ওয়াজিরিস্তান জেলায় একজন পাকিস্তানি সেনা শহীদ এবং ১২ সন্ত্রাসী নিহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর মিডিয়া শাখা এ তথ্য জানিয়েছে। পাকিস্তানের আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এক বিবৃতিতে বলেছে, ৫-৬ ফেব্রুয়ারি উত্তর ওয়ারিস্তানের হাসান খেলের জেনারেল এলাকায় গোয়েন্দাভিত্তিক অভিযান চালায় নিরাপত্তা বাহিনী। ওই অভিযানে ১২ সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে।

তুমুল গোলাগুলিতে ল্যান্স নায়েক মুহাম্মদ ইব্রাহিম নিহত হয়েছেন। অভিযানের সময় অস্ত্র ও গোলাবারুদও উদ্ধার করা হয়েছে। নিহতরা নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে অসংখ্য সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি নিরীহ বেসামরিক নাগরিকদের টার্গেট কিলিংয়ে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল।'

সেনাবাহিনীর মিডিয়া শাখা আরো জানিয়েছে, 'বাকি সন্ত্রাসীকে নির্মূল করার জন্য অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনী দেশ থেকে সন্ত্রাসবাদের হুমকি নির্মূল করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং আমাদের সাহসী সেনাদের এ ধরনের আত্মত্যাগ আমাদের সংকল্পকে আরো শক্তিশালী করেছে।' ২০২১ সালে আফগানিস্তানে তালেবান ক্ষমতায় ফিরে আসার পর থেকে দেশটিতে সহিংস হামলার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষ করে সীমান্তবর্তী খাইবার পাখতুনখোয়া এবং বেলুচিস্তান প্রদেশে। পাকিস্তান ইনস্টিটিউট ফর কনফ্লিক্ট অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজ (পিআইসিএসএস) কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে দেশটিতে সন্ত্রাসী হামলার তীব্র হয়েছে। যা আগের মাসের তুলনায় ৪২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

জানা গেছে, দেশব্যাপী কমপক্ষে ৭৪টি সন্ত্রাসী হামলা রেকর্ড করা হয়েছে, যার ফলে ৯১ জন নিহত হয়েছেন। এদের মধ্যে ৩৫ জন নিরাপত্তা কর্মী, ২০ জন বেসামরিক নাগরিক এবং ৩৬ জন সন্ত্রাসী। আরো ১১৭ জন আহত হয়েছেন, যার মধ্যে ৫৩ জন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য, ৫৪ জন বেসামরিক নাগরিক এবং ১০ জন সন্ত্রাসী। কেপি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত প্রদেশ, তার পরেই রয়েছে বেলুচিস্তান। কেপির বসতিপূর্ণ জেলাগুলিতে সন্ত্রাসীরা ২৭টি হামলা চালিয়েছে, যার ফলে ১৯ জন নিহত হয়েছে।

সৌদি আরবের ফাঁকা ভূখণ্ডে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠন করুক: নেতানিয়াহু

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, সৌদি আরবের কাছে ফিলিস্তিনিদের একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য পর্যাপ্ত জমি রয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার চ্যানেল ১৪-এর এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেন। ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম জেরুসালেম পোস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সৌদি আরবের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠনের শর্ত মানতে তিনি রাজি কি না–এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে নেতানিয়াহু জবাব দেন, 'ইসরায়েলের নিরাপত্তার জন্য হুমকি সৃষ্টি করতে পারে, তিনি এমন কোনো চুক্তি করবেন না যা।'

তিনি ওই সাক্ষাৎকারে বলেন, 'সৌদিরা সৌদি আরবে একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র তৈরি করতে পারে। সেখানে তাদের প্রচুর জমি আছে।' তিনি বলেন, '৭ অক্টোবরের হামলার পর, 'বিশেষ করে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চুক্তি কোনোভাবেই নয়। এর অর্থ জানেন? একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র ছিল, যার নাম গাজা। হামাসের নেতৃত্বে থাকা গাজাই ছিল একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র এবং দেখুন আমরা কী পেলাম–হলোকাস্টের পর সবচেয়ে বড় গণহত্যা।'

এই সাক্ষাৎকারটি নেতানিয়াহুর ওয়াশিংটন সফরের সময় নেওয়া হয়েছিল। সফরের শুরুতেই তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলনে অংশ নেন। সেখানে ট্রাম্প গাজা উপত্যকার নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার ঘোষণা করেছিলেন। এ ছাড়াও উভয়েই সৌদি আরবের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। নেতানিয়াহু বলেছিলেন, 'আমি মনে করি ইসরায়েল এবং সৌদি আরবের মধ্যে শান্তি সম্ভব, আমার মনে এটি দ্রুত ঘটবে।' তবে, সংবাদ সম্মেলনের কিছুক্ষণ পরেই সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তারা ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের আলোচনা করবে না।'

এ সপ্তাহের শুরুর দিকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ইসরায়েলি কর্মকর্তারা জেরুজালেম পোস্টকে জানান, তারা আশঙ্কা করছেন নেতানিয়াহু সৌদি আরবের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার বিনিময়ে গাজার যুদ্ধের অবসান ও পশ্চিম তীর অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

আর্জেন্টিনার খালের পানিতে অদ্ভুত পরিবর্তন, উদ্বিগ্ন স্থানীয়রা

আপনজন ডেস্ক: আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েন্স আয়ার্সের কাছে বৃহস্পতিবার একটি খাল হঠাৎ করে উজ্জ্বল লাল হয়ে ওঠে, যা স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। এই অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখে অনেকে চিন্তিত হয়ে পড়েন, কারণ এটি একটি বৃহত্তর প্রাকৃতিক সংরক্ষণের সন্নিকটে অবস্থিত।

এই খালের নাম স্যারান্দি, এবং এটি রিও ডি লা প্লাটা নদীতে প্রবাহিত হয়। স্থানীয় মিডিয়া জানাচ্ছে, খালের পানির রঙ পরিবর্তনটি হয়তো নিকটবর্তী একটি ডিপো থেকে ক্ষতিকর রাসায়নিক বর্জ্য বা কাপড়ের রং ফেলা দ্বারা হতে পারে। তবে পরিবেশ মন্ত্রণালয় এই বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে এবং তারা স্যারান্দি খাল থেকে পানি সংগ্রহ করে রঙ পরিবর্তনের কারণ নির্ধারণের চেষ্টা করছে।

স্থানীয়দের দাবি, বেশ কয়েকটি স্থানীয় কোম্পানি এখানে বিষাক্ত বর্জ্য ফেলে, যা মূলত চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং টেক্সটাইল কারখানাগুলোর দ্বারা উৎপাদিত। বুয়েনোস আয়ার্সের কেন্দ্র থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে এই খালটি অবস্থিত। একটি বাসিন্দা সিলভিয়া স্থানীয় সংবাদ চ্যানেল C5N-এ বলেন, "এখন পানির রঙ লাল হলেও, আগেও এটা কখনো কখনো হলুদ, টক গন্ধযুক্ত ছিল, যা আমাদের অসুস্থ করে ফেলত।" আরেক বাসিন্দা, মারিয়া ডুকোমলস, এএফপি সংবাদ সংস্থাকে জানান, এই অঞ্চলের শিল্প কারখানাগুলি প্রায়ই খালে বর্জ্য ফেলে, এবং তিনি এমন নানা রঙের পানি দেখেছেন যা কখনো ব্লু, হালকা সবুজ, গোলাপী, হালকা বেগুনি এবং তেলের মতো ছিল।

পরিবেশ মন্ত্রণালয় এরই মধ্যে খালের পানি পরীক্ষা করার জন্য নমুনা সংগ্রহ করেছে, যাতে রঙ পরিবর্তনের সঠিক কারণ জানা যায়। তবে এই ঘটনা বিশেষ উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ এটি একটি পরিবেশগত সংরক্ষণ অঞ্চলের খুব কাছে ঘটেছে।

বুধবার বিকেল নাগাদ, খালের পানির রঙ কিছুটা হালকা হয়ে গিয়েছিল, তবে স্থানীয়রা জানিয়েছেন, কিছুটা হলেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। তবে, এই ধরনের ঘটনা ভবিষ্যতে আরও বাড়তে পারে, যদি স্থানীয় শিল্প কারখানাগুলি তাদের বর্জ্য নিষ্কাশনের যথাযথ ব্যবস্থা না নেয়।

এটি একটি চরম সতর্ক সংকেত হিসেবে কাজ করছে, বিশেষ করে পরিবেশ এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের স্বাস্থ্যের জন্য। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উচিত এই ধরনের পরিবেশগত বিপদগুলি ঠেকাতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা, যাতে ভবিষ্যতে আর কোনো খাল এমন বিপজ্জনক পরিস্থিতির শিকার না হয়।

ইউএসএইডের কর্মচারীরা রাজপথে

আপনজন ডেস্ক: শতাধিক দেশে মানবিক-খাদ্য সহায়তা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানো ও চিকিৎসা-গবেষণামূলক প্রকল্পে অর্থ প্রদানকারী ইউএসএইডের বিলুপ্তির নির্দেশের প্রতিবাদ-নিন্দা এবং অবিলম্বে সেই আদেশ প্রত্যাহার দাবিতে আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি রাজপথেও নেমেছেন আমেরিকান ফরেন সার্ভিস এসোসিয়েশনের কর্মচারিরা। কংগ্রেসের অনুমোদন ব্যতিত ইউএসএইডের বিলুপ্তি ঘটানোর অভিপ্রায়ে নির্দেশ জারির এখতিয়ার এককভাবে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেই বলে অভিযোগ করেছেন বরখাস্তের হুমকির মুখে পড়া কর্মচারি-বিজ্ঞানী-শিল্প-কারখানার পদস্থ কর্মকর্তারা। তারা ক্যাপিটল হিলের সামনে বিক্ষোভ করেন। ইউএসএইডের মাধ্যমে বিতরণকৃত অর্থ ৯০দিনের জন্যে বন্ধের যে নির্দেশ গতমাসে জারি করা হয়েছে তাকে আত্মঘাতী হিসেবে অভিহিত করা হয়।

উল্লেখ্য, ইউএসএইডের ১০ হাজারের অধিক কর্মচারীকে দীর্ঘকালিন ছুটিতে যাবার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। অথচ ইউএসএইডের মাধ্যমে বার্ষিক যে ৪০ বিলিয়ন ডলারের মত ব্যয় করা হয় তার বিনিময়ে বিপুল অর্থ মার্কিন অর্থনীতিতে যোগ হয় বলে বিক্ষোভকারীরা যুক্তি দেন। কারণ, ইউএসএইডের আওতায় চাল, গম-সয়াবিনসহ বিভিন্ন খাদ্য-সামগ্রী বিভিন্ন দেশে পাঠানোর জন্যে কৃষি খামারগুলোতে প্রতি মেসুমে লাখো শ্রমিকের কর্মসংস্থান হচ্ছে।

গোমায় ১৫০ বন্দিকে গণধর্ষণের পর পুড়িয়ে হত্যা

আপনজন ডেস্ক: কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের গোমা কারাগারে ১৫০ জনের বেশি নারী বন্দিকে গণধর্ষণের পর পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। ওই কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়া পুরুষ বন্দিরা এই আগুন লাগিয়ে দেয় বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ।

বৃহস্পতিবার সিএনএন-এর এক প্রতিবেদনে এমনই তথ্য উঠে এসেছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, জাতিসংঘের মানবাধিকার কার্যালয়ের মুখপাত্র সাইফ ম্যাঙ্গাঙ্গো সিএনএনকে বলেন, পালিয়ে যাওয়া বন্দিদের হাতে ধর্ষণের শিকার হওয়া ১৬৫ জন নারীর মধ্যে বেশিরভাগই আগুনে পুড়ে মারা গেছেন।

তিনি জানান, সেই আগুন থেকে বেঁচে যাওয়া ৯ থেকে ১৩ জন নারী বন্দিও ধর্ষণের শিকার হয়েছেন।

কঙ্গোর বিচার বিভাগের একটি সূত্র থেকে এই তথ্য পাওয়া গেছে।

ম্যাঙ্গাঙ্গো বৃহস্পতিবার সিএনএনকে বলেন, 'আমরা স্বাধীনভাবে এই প্রতিবেদন যাচাই করিনি। তবে এটি নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচনা করছি'।

জেল ভেঙে পলায়ন ও নৃশংসতা

এদিকে জাতিসংঘের সহযোগী গণমাধ্যম রেডিও ওকাপি জানিয়েছে, গত ২৭ জানুয়ারি যখন এম২৩ বিদ্রোহীরা কঙ্গোর সরকারি বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করছিল, তখন ৪,০০০-এর বেশি বন্দি মুজেঞ্জে কারাগার থেকে পালিয়ে যায়।

এ সময় তাদের আটকাতে গিয়ে কিছু পুরুষ বন্দিকে কারারক্ষীরা হত্যা করলেও অধিকাংশ বন্দি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। বর্তমানে পুরো কারাগারটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে।

কঙ্গোর যোগাযোগমন্ত্রী প্যাট্রিক মুইয়া ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, 'সরকার এই বর্বর অপরাধের তীব্র নিন্দা জানায়'।

মধ্য আফ্রিকার এই দেশটিতে যুদ্ধ ও সংঘাতের কারণে দীর্ঘদিন ধরেই যৌন সহিংসতা একটি সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এদিকে জাতিসংঘের মানবাধিকার কার্যালয়ের আরেক মুখপাত্র জেরেমি লরেন্স শুক্রবার এক বিবৃতিতে বলেন, কঙ্গোর সেনাবাহিনী এবং তাদের মিত্র বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধেও ৫২ জন নারীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। যার মধ্যে গণধর্ষণের ঘটনাও রয়েছে।

অস্ত্রবিরতির ডাক

এদিকে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছে বর্তমানে গোমা দখলের দাবি করা বিদ্রোহীগোষ্ঠী এম২৩। সেখানে গত এক সপ্তাহের সংঘর্ষে প্রায় ৩,০০০ মানুষ নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সামনের যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র বাজেভাবে হেরে যাবে: ইলন মাস্ক

আপনজন ডেস্ক: ইলন মাস্ক সতর্ক করে বলেছেন, যদি যুক্তরাষ্ট্র জরুরিভাবে তার পুরনো অস্ত্র কর্মসূচি সংস্কার না করে, তাহলে পরবর্তী যুদ্ধে বড় পরাজয়ের ঝুঁকিতে পড়বে ওয়াশিংটন।

এক্স-এর মালিক এবং স্পেসএক্স এবং টেসলার প্রধান মাস্ককে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অধীনে ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্ট এফিসিয়েন্সি (ডিওজিই) পরিচালনার জন্য "বিশেষ সরকারি কর্মচারী" হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। এখন তিনি ট্রাম্পের গুরুত্বপূর্ণ উপদেষ্টাদের মধ্যে একজন।

মাস্ক এক্স পোস্টে লিখেছেন, "আমেরিকান অস্ত্র কর্মসূচি সম্পূর্ণরূপে পুনর্নির্মাণ করা প্রয়োজন। বর্তমান কৌশল হল গতকালের যুদ্ধের জন্য উচ্চ মূল্যে অল্প সংখ্যক অস্ত্র তৈরি করা। যদি তাৎক্ষণিক এবং নাটকীয় পরিবর্তন না করা হয় তাহলে আমেরিকা পরবর্তী যুদ্ধে খুব খারাপভাবে হেরে যাবে।"

এই ধনকুবের দীর্ঘদিন ধরে মার্কিন প্রতিরক্ষা খাতের অদক্ষতার তীব্র সমালোচক। তিনি যুক্তি দিয়ে আসছেন যে অতিরিক্ত আমলাতন্ত্র এবং পুরনো সামরিক কৌশল জাতীয় নিরাপত্তাকে দুর্বল করেছে।

মাস্কের ডিওজিই বিভাগ প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত কার্যক্রমসহ ফেডারেল কার্যক্রমকে সুবিন্যস্ত করার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। প্রিডেটর ড্রোনের নির্মাতা জেনারেল অ্যাটমিক্স অ্যারোনটিক্যাল সিস্টেমস, পেন্টাগনের ঠিকাদারী ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য ডিওজিই-কে অনুরোধ করেছে। বর্তমান প্রক্রিয়াটিকে চীন ও ইরানের মতো দেশগুলির হুমকি মোকাবেলায় অত্যন্ত ধীর এবং আমলাতান্ত্রিক বলে অভিহিত করেছে।

একটি প্রধান প্রতিরক্ষা ঠিকাদার, এলথ্রিহ্যারিস টেকনোলজিস, প্রতিরক্ষা অধিগ্রহণ ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য ডিওজিই-কে সুপারিশ প্রদান করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ডুপ্লিকেটিভ কস্ট অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োজনীয়তাগুলি দূর করা এবং যৌথ ক্রয় কর্মসূচি পরিচালনার জন্য প্রতিরক্ষা সচিবের কার্যালয়ের মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় ঠিকাদারী শাখা প্রতিষ্ঠা করা।

ডিওজিই ইতোমধ্যেই তার কার্যক্রমের প্রথম ৮০ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় ৪২০ মিলিয়ন সরকারি চুক্তি বাতিল করেছে। ফেডারেল ব্যয় ২ ট্রিলিয়ন ডলার কমানোর উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যের দিকে প্রাথমিক পদক্ষেপ নিয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫০মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৩৪মি.

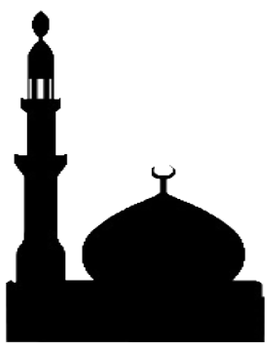

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫০	৬.১২
যোহর	১১.৫৬	
আসর	৩.৫৩	
মাগরিব	৫.৩৪	
এশা	৬.৪৫	
তাহাজ্জুদ	১১.১২	

হাইতিতে শিশু যৌন নিপীড়ন বেড়েছে ১০০০%

আপনজন ডেস্ক: হাইতিতে শিশু যৌন নিপীড়নের ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে। এ নিয়ে দেশটিকে সতর্ক করেছে জাতিসংঘের শিশু সংস্থা (ইউনিসেফ)। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের দেশটি বেশ কয়েক বছর ধরে গ্যাংদের কবলে রয়েছে। এই অপরাধী গোষ্ঠীগুলো জনগণের সঙ্গে বর্বর আচরণ করছে।

ইউনিসেফের মুখপাত্র জেমস এল্ডার বলেছেন, ২০২৩ সাল থেকে শিশুদের বিরুদ্ধে যৌন সহিংসতা এক হাজার শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে; যেন শিশুদের শরীর যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে উঠেছে।

জার্মান নির্বাচনে বিদেশি হস্তক্ষেপের শঙ্কায় ৮৮ শতাংশ ভোটার

আপনজন ডেস্ক: আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি জার্মানিতে মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আসন্ন নির্বাচনে বিদেশি কোনো শক্তি বা সরকার হস্তক্ষেপের চেষ্টা করতে পারে বলে মনে করেন দেশটির ৮৮ শতাংশ ভোটার। তারা রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি চীনকেও হুমকি মনে করেন।

জার্মান ভোটারদের উপর পরিচালিত এক জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে। ব্রাসেলসভিত্তিক ডিজিটাল শিল্প সমিতি বিটকম পরিচালিত জরিপে উঠে এসেছে যে অনেক জার্মানই তাদের নির্বাচনে বিদেশি শক্তির নাক গলানোর আশঙ্কা করছেন। এক হাজারের বেশি ভোটার এই জরিপে অংশ নেন। তাদের মধ্যে ৮৮ শতাংশ বিশ্বাস করেন যে বিদেশি কোনো শক্তি, সরকার, গোষ্ঠী বা প্রভাবশালী ব্যক্তি সোশ্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে জার্মানির নির্বাচনে প্রভাব খাটাতে পারে।

এ ধরনের কর্মকাণ্ডে যারা জড়িত হতে পারে তাদের মধ্যে রাশিয়ার সম্ভাবনা ৪৫ শতাংশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪২ শতাংশ, চীনের ২৬ শতাংশ বলে মনে করছেন জরিপে অংশ নেয়া ভোটাররা। পূর্ব ইউরোপের কোনো শক্তিও এ ধরনের প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করতে পারে বলে মনে করেন ৮ শতাংশ ভোটার। এই ভোটাররা নিজস্ব রাজনৈতিক মতামত তৈরি করতে তথ্য কোথায় কোথায় থেকে নেন সেটাও জানিয়েছেন।

আলাস্কায় ১০ আরোহীসহ উড়োজাহাজ নিখোঁজ

আপনজন ডেস্ক: নয় যাত্রী ও এক পাইলট নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কায় ছোট একটি উড়োজাহাজ নিখোঁজ হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টা নাগাদ রাজ্য পুলিশকে উড়োজাহাজ নিখোঁজের বিষয়টি জানানো হয়।

এ তথ্য এয়ারলাইন্সের ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করা হয়েছে। খবর সিএনএনের। যুক্তরাষ্ট্রের কোস্ট গার্ড জানিয়েছে, উড়োজাহাজটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১২ মাইল দূরে থাকার সময় নিখোঁজ হয়। ফ্লাইট ট্র্যাকারে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কোস্ট গার্ডের এইচসি-১৩০ উড়োজাহাজকে যেখানে উড়তে দেখা গেছে, তার কাছেই নিখোঁজ উড়োহাজটির সবশেষ অবস্থান ছিল। দমকল বিভাগ বলেছে, তারা অনুসন্ধান ও উদ্ধারের জন্য বিশেষ সরঞ্জাম বহন করে, যা দৃশ্যমানতা ছাড়াই বস্তু ও লোকজনকে শনাক্ত করতে সক্ষম। দমকল বিভাগ জানিয়েছে, মার্কিন কোস্ট গার্ড ও মার্কিন বিমান বাহিনী সহায়তার জন্য এগিয়ে এসেছে এবং নিখোঁজ উড়োজাহাজটি খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে। তারা লিখেছে, 'উড়োজাহাজটির সঠিক অবস্থান এখনও জানা যায়নি। সেটি শনাক্ত না হওয়া পর্যন্ত যতটা সম্ভব আমরা তল্লাশি অভিযান অব্যাহত রেখেছি।' সিএনএন লিখেছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত নোম বিমানবন্দরের চারপাশে হালকা তুষারপাত এবং গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি ছিল।

বইমেলায় প্রকাশিত হল

খাজিম আহমেদ-এর

অনন্য গ্রন্থ

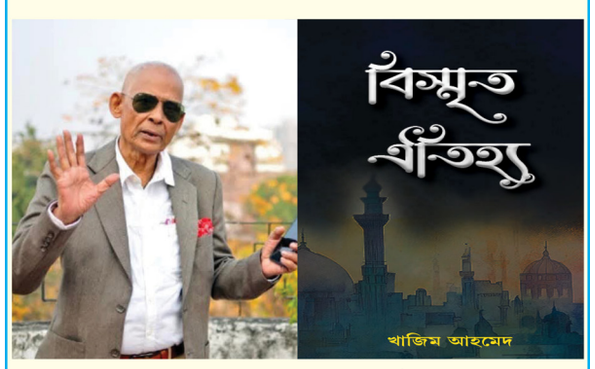

পাওয়া যাচ্ছে কলকাতা বইমেলায়

আপনজন পাবলিকেশন

কলকাতা বইমেলায় স্টল নং: ৪০০ ৭ ও ৮ নম্বর গেটের কাছে

আপনজন
বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র Daily APONZONE
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
www.aponzonepatrika.com

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ৩৮ সংখ্যা, ২৫ মাঘ ১৪৩১, ৯ শাবান ১৪৪৬ হিজরি

‘পরিবর্তন’

রাজনীতিতে গ্রাচো মার্কসের একটি বিখ্যাত উক্তি আছে- ‘রাজনীতি হইল সমস্যার অনুসন্ধান করা, সকল জায়গায় ইহার খোঁজ করা এবং ইহার ভুল নির্ণয় করিবার শিল্প।’ এই উক্তি আমাদের শিখায় যে, রাজনীতির মূল কাজ হইল সমস্যার সমাধান; দোষারোপ করিয়া সময় নষ্ট করা নহে; কিন্তু অতীতের দিকে তাকাইলে দেখা যায়, তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে প্রতিহিংসার সর্প সর্বদা হিস হিস করিতে থাকে। নেলসন ম্যান্ডেলা বলিয়াছিলেন, ‘প্রতিহিংসা পোষণ করিয়া রাখিলে তাহা আপনার আত্মাকে বিষাক্ত করিয়া তুলিবে।’ মানবহৃদয়ের সবচাইতে নোংরা ও ক্ষতিকর কাজ হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, অমঙ্গল কামনা, পারস্পরিক শত্রুতা। এইগুলির উপস্থিতি হৃদয়কে কলুষিত করে এবং সর্বোপরি অন্যান্য নেক আমল নষ্ট করে দেয়। হাদিসে বলা আছে-হিংসা, বিদ্বেষ মানুষের সকল নেক কর্ম ও ধর্ম ধ্বংস করিয়া দেয়। জুবাইর ইবনুল আউআম (রা.) বলেন, রসুলুল্লাহ (স.) বলিয়াছেন, পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলির ব্যাধি তোমাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হইয়াছে: হিংসা ও বিদ্বেষ। অর্থাৎ হিংসা ও বিদ্বেষ একটি জাতিকে ধ্বংস করিয়া দেয়।

উন্নয়নশীল বিশ্বের কোনো কোনো দেশে যাহারা যখন ক্ষমতায় আসীন হন, তাহারা অতীতের শাসকদের ভুলত্রুটির ফিরিস্তি লইয়া এতটাই ব্যস্ত থাকেন যে, সেই সকল দেশের প্রকৃত সমস্যাগুলির প্রতি মনোযোগ ও দৃষ্টি আড়াল হয়। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে কয়েক দশক পরপর বড় ধরনের ক্ষমতার পালাবদল ঘটে। সেই পালাবদল অধিকাংশ সময় কোনো সাধারণ পালাবদল নহে। যাহারা তখন ক্ষমতার উত্তাপে উষ্ণ থাকেন, তাহারা এই ধরনের পালাবদলকে ভূষিত করেন ‘ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন’ হিসাবে। তবে ত্রিকালদর্শী জ্ঞানীর নিকট প্রশ্ন জাগে- পালাবদল হইলেই কি সত্যিই ‘পরিবর্তন’ হয়? ‘পরিবর্তন হইয়াছে’ বলিবার পরও যদি অতীতের মতোই প্রায় সকল ধরনের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা হয়, একই ঢঙে ও সুরে সমালোচনা করা হয়, তাহা হইলে পরিবর্তনটা আসলে কোথায়? একইভাবে মামলা, ভয়ভীতি প্রদর্শন, ক্ষমতার অপপ্রয়োগ কিংবা অপব্যবহার, অসহিষ্ণুতার মাত্রা যদি অতীতের মতোই তীব্র ও তীক্ষ্ণ হয়, তাহা হইলে সেইখানে পরিবর্তনটা কোথায় রহিল? একটি লিডারশিপ যখন ব্যর্থ হয়, তখন বিপুলসংখ্যক সাধারণ মানুষ, যাহারা ক্ষমতার অংশীদার ছিলেন না, তাহাদের অনেকেই দুর্ভোগ-নির্যাতনের শিকার হইতে থাকেন, তখন ‘পরিবর্তন’ কথাটার কী অর্থ দাঁড়ায়? দেখা যায়, এই ধরনের পালাবদলে শহর হইতে গ্রাম পর্যন্ত সর্বত্রই মিথ্যা মামলার মচ্ছব চলিতে থাকে। আর চলিতে থাকে ‘ভাঙিয়া দাও’, ‘গুঁড়াইয়া দাও’, ‘ধ্বংস করো’, ‘আগুন জ্বালো’র মতো পূর্বতন জ্বালাময়ী ভাষণ কিংবা স্লোগান। তাহাই যদি হয়, তবে ভাষারও তো পরিবর্তন হয় নাই। অতীতের মতো প্রচার-প্রচারণায় লাগামহীন গলাবাজি করিলেই যদি ‘পরিবর্তন’ হইয়া যায়, তখন তৃতীয় বিশ্বের এই সকল দেশে পালাবদলের পর ক্ষেত্রবিশেষে অ্যানার্কি হ্রাসের পরিবর্তে বহুক্ষেত্রে বাড়িয়া যায়।

সুতরাং উন্নয়নশীল বিশ্বে যাহারা পালাবদলের পর কথায় কথায় ‘পরিবর্তন’-’পরিবর্তন’ বলিতেছেন, তাহাদের বলা উচিত-পরিবর্তনটি কোথায়? স্পষ্ট করা উচিত- ‘আমরা এই এই ক্ষেত্রে আলাদা।’ সেই যে একটি প্রাচীন গল্প আছে-এক রাজা রাজ্যের সবচাইতে হাতযশসম্পন্ন চতুর তাঁতির নিকট সূক্ষ্ম বস্ত্র তৈরি করিতে দিলেন, তাঁতি ভুলিয়া গেলেন বস্ত্র তৈরি করিতে এবং রাজাকে একটি অদৃশ্য বস্ত্র দিয়া বলিলেন, ‘কেবল বুদ্ধিমানেরাই এই বস্ত্র দেখিতে পাইবে, বোকারা দেখিতে পাইবে না।’ রাজা সেই অদৃশ্য বস্ত্র সানন্দে পরিধান করিলে এক কবির ভাষায়-রাজাকে বস্ত্রহীন দেখিয়াও ‘সবাই হাততালি দিচ্ছে।/ সবাই চেঁচিয়ে বলছে; শাবাস, শাবাস!/ কারও মনে সংস্কার, কারও ভয়:/ কেউ-বা নিজের বুদ্ধি অন্য মানুষের কাছে বন্ধক দিয়েছে:/ কেউ-বা পরান্নভোজী, কেউ/ কৃপাপ্রার্থী, উমেদার, প্রবঞ্চক:/ কেউ ভাবছে, রাজবস্ত্র সত্যিই অতীব সূক্ষ্ম, চোখে/ পড়ছে না যদিও, তবু আছে,/ অন্তত থাকাটা কিছু অসম্ভব নয়।/ গল্পটা সবাই জানে।...’ এই গল্পের মতো তৃতীয় বিশ্বের ‘পরিবর্তন’ও সম্ভবত বুদ্ধিমানরাই কেবল চোখে দেখিতেছেন। কে হায় বোকা হইতে চাহিবে?

• • • • • • • • • • • • •

ট্রাম্পের গাজা ‘খালি’ করার পরিকল্পনায় লাভবান কে

মূর্খতাকে অনেক সময় সহজেই প্রতিভা বলে ভুল হয়। কখনো কখনো সহানুভূতির ছদ্মবেশে লুকিয়ে থাকে অনুভূতিশূন্য নির্বুদ্ধিতা। ডোনাল্ড ট্রাম্প হাজির হয়েছেন গাজাকে পুরোপুরি খালি করে ফেলে ফিলিস্তিনি সাধারণ মানুষকে জোর করে একটি কল্পিত ‘ভালো, সুন্দর, উর্বর ভূমিতে’ পুনর্বাসনের ধারণা নিয়ে। তাঁর এই পরিকল্পনা শুধু বোকা লোকেরাই বিশ্বাস করবে। এটি কোনো বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা নয়। এ হচ্ছে ট্রাম্পের সীমাহীন আত্মম্ভরিতার প্রকাশ। লিখেছেন **সাইমন টিসডাল...**

মূর্খতাকে অনেক সময় সহজেই প্রতিভা বলে ভুল হয়। কখনো কখনো সহানুভূতির ছদ্মবেশে লুকিয়ে থাকে অনুভূতিশূন্য নির্বুদ্ধিতা। ডোনাল্ড ট্রাম্প হাজির হয়েছেন গাজাকে পুরোপুরি খালি করে ফেলে ফিলিস্তিনি সাধারণ মানুষকে জোর করে একটি কল্পিত ‘ভালো, সুন্দর, উর্বর ভূমিতে’ পুনর্বাসনের ধারণা নিয়ে। তাঁর এই পরিকল্পনা শুধু বোকা লোকেরাই বিশ্বাস করবে। এটি কোনো বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা নয়। এ হচ্ছে ট্রাম্পের সীমাহীন আত্মম্ভরিতার প্রকাশ। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ট্রাম্পের অসংলগ্ন কথাবার্তাকে যুগান্তকারী চিন্তাভাবনা বলে প্রশংসা করেছেন। তা আদতে কোনো পরিকল্পনাই নয়। এ বরং মদের আসরে বড় গলায় বলা প্রলাপের মতো। অথচ কথাগুলো ভয়ানকভাবে বিপজ্জনক। ট্রাম্পের কথিত সহানুভূতির আড়ালে মৌলবাদী উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে। তাঁর কথার আসল মানে হলো ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্নকে একেবারে ধ্বংস করে দেওয়া। এ কারণেই কট্টরপন্থী ইহুদি জাতীয়তাবাদী ও ধর্মীয় উগ্রবাদীরা উল্লাস করছে। এ কারণেই জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস আজ কঠোর ভাষায় ‘জাতিগত নির্মূলের’ বিরুদ্ধে সতর্কবার্তা দিয়েছেন। এ কারণেই ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস বলেছেন, যদি এমন কোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়, তবে তা মধ্যপ্রাচ্যের আগুনে ঘি ঢালার শামিল হবে।

ট্রাম্পের মূল কথাটি ধরুন। তাঁর দাবি, গাজা এক ধ্বংসস্তূপ, যেখানে মানুষের বসবাস অসম্ভব। তাঁর ভাষায়, ‘গাজা মানুষের থাকার যোগ্য জায়গা নয়। যারা সেখানে ফিরে যেতে চায়, তারা আসলে বিকল্পের অভাবে বাধ্য হয়ে তা চায়।’ কিন্তু গাজাকে এমন ধ্বংসস্তূপে পরিণত করল কে? গত ১৫ মাসের অবিরাম হত্যাযজ্ঞে যেখানে অন্তত ৪৭ হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন। সেই ধ্বংসের জন্য দায়ী কে? দায়ী ট্রাম্পের পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিটি– ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। এই নেতানিয়াহুই হাজার হাজার শিশু হত্যার মূল হোতা। গাজাকে ‘পরিষ্কার’ করার এই পরিকল্পনায় কে লাভবান হবে? নিশ্চিতভাবেই আরব প্রতিবেশী দেশ মিসর ও জর্ডান নয়। যদি ফিলিস্তিনিদের গাজা থেকে বিতাড়িত করা হয়, তাহলে তাদের দেশে প্রায় ২০ লাখ শরণার্থী ঢুকে পড়বে। সৌদি আরবও ট্রাম্পের এই পরিকল্পনায় কোনো আগ্রহ দেখায়নি। ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, সৌদি আরব তাঁর সঙ্গে আছে। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সৌদিরা পরিষ্কার জানিয়ে দেয়, ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠনের নিশ্চয়তা ছাড়া ইসরায়েলের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক স্বাভাবিক করা হবে না।

ট্রাম্পের এই প্রস্তাব আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘের রেজল্যুশন দ্বারা স্বীকৃত ফিলিস্তিনিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের মৌলিক অধিকার সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে। এটি যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা বিশ্বের দীর্ঘদিনের দ্বিরাষ্ট্র নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। ট্রাম্পের এই ফন্দি উভয় পক্ষের উগ্রপন্থীদের আরও উসকে দেবে। ট্রাম্প কি সত্যিই মনে করেন যে গাজার বেশির ভাগ অংশের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখা হামাস বিনা প্রতিরোধে ছেড়ে দেবে? গাজার জনগণকে স্থায়ীভাবে বিতাড়নের যেকোনো চেষ্টা ইসরায়েলের শত্রুদের জন্য নতুন সংগ্রামের ইস্যু হয়ে উঠবে। একই সঙ্গে এটি কট্টর ইহুদি রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলোকেও আরও সাহসী করে তুলবে। এরা গত ৭ অক্টোবরের পর থেকে গাজায় নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। ট্রাম্প মধ্যপ্রাচ্যের ‘অন্তহীন যুদ্ধ’ থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে নেওয়ার কথা বলেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে তাঁর নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে গেলে গাজায় দীর্ঘ মেয়াদে বিপুলসংখ্যক মার্কিন সেনা মোতায়েন করতে হবে। আরব দেশগুলো, ইউরোপ এবং যুক্তরাজ্য সবাই এককাট্টা হয়ে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। এরা কেউই গাজা দখলে সহায়তা করবে না। কিন্তু যদি মার্কিন সেনারা সেখানে প্রবেশ করেন, তাহলে তাঁরা অবধারিতভাবে ইসলামি জঙ্গিদের হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে। গাজা তখন ট্রাম্পের জন্য আরেকটি ইরাক হয়ে উঠবে।

এই বিপর্যয় ইরানের নেতৃত্বাধীন ‘প্রতিরোধ জোটের’ জন্য এক আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেবে। লেবাননের হিজবুল্লাহ, ইরাক ও ইয়েমেনের বিভিন্ন মিলিশিয়া হামাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন করে যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী ও পশ্চিমাবিরোধী লড়াই শুরু করতে পারে। এমনকি সিরিয়ার নিয়ন্ত্রণহীন মরুভূমিতে ইরানে হামলা চালাতে চাইবেন। ট্রাম্প কোন দিক বেছে নেন, তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। ট্রাম্পের এই হস্তক্ষেপ নেতানিয়াহুকে রাজনৈতিকভাবে আরও শক্তিশালী করে তুলছে। নেতানিয়াহুর কট্টর ডানপন্থী জোটসঙ্গীরা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে এবং গাজা ও পশ্চিম তীরে ইহুদি বসতি

ট্রাম্পের এই ফন্দি উভয় পক্ষের উগ্রপন্থীদের আরও উসকে দেবে। ট্রাম্প কি সত্যিই মনে করেন যে গাজার বেশির ভাগ অংশের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখা হামাস বিনা প্রতিরোধে ছেড়ে দেবে? গাজার জনগণকে স্থায়ীভাবে বিতাড়নের যেকোনো চেষ্টা ইসরায়েলের শত্রুদের জন্য নতুন সংগ্রামের ইস্যু হয়ে উঠবে। একই সঙ্গে এটি কট্টর ইহুদি রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলোকেও আরও সাহসী করে তুলবে। এরা গত ৭ অক্টোবরের পর থেকে গাজায় নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে।

নতুন করে সংগঠিত হওয়া ইসলামিক স্টেটও নিশ্চুপ থাকবে না। এই বিশৃঙ্খলা রাশিয়ার জন্যও উপকারী হবে। কারণ, তা পশ্চিমা বিশ্বের মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে দেবে। বিশ্বরাজনীতিতে তৈরি হবে আরও বিশৃঙ্খলা।

নেতানিয়াহু প্রতিনিয়ত হোয়াইট হাউসকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে ইসরায়েলের অস্তিত্বের জন্য ইরান হুমকি। সুযোগ পেলে তিনি স্থাপন করতে চায়। অথচ যুক্তরাষ্ট্র চায় যুদ্ধবিরতি এবং জীবিত সব বন্দীর মুক্তি। কিন্তু এখন, ট্রাম্পের কাছ থেকে নেতানিয়াহু এই চাপ থেকে মুক্তির পথ পেয়ে গেছেন। তিনি যদি যুদ্ধবিরতি ভেস্তে দেন, তাহলে তাঁর বিরোধীদের পক্ষে তাঁকে ক্ষমতা থেকে সরানো আরও কঠিন হবে। আর নেতানিয়াহু সম্ভবত তা-ই করতে যাচ্ছেন। হামাসও এখন যুদ্ধবিরতির দ্বিতীয় ধাপে এগোতে না চাওয়ার নতুন কারণ খুঁজে পেয়েছে। প্রতিটি বন্দী বিনিময়ের পর তারা বারবার নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার বার্তা দিচ্ছে। লেবাননেও যুদ্ধবিরতি অত্যন্ত নড়বড়ে অবস্থায় রয়েছে। একটি বোমা বিস্ফোরণ, একটি গুপ্তহত্যা বা একটি বিমান হামলাই নতুন যুদ্ধের সূচনা করতে পারে।

ট্রাম্পের এই বাস্তবতাবিবর্জিত, অন্যায় ও অবৈধ গাজা পরিকল্পনা মধ্যপ্রাচ্যের দীর্ঘস্থায়ী অস্থিরতা আরও বাড়িয়ে তুলছে। বরাবরের মতো তাঁর এই আত্মম্ভরিতাপূর্ণ উন্মাদনা পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করছে।

ধূর্ত রাজনীতিবিদেরা ফন্দিফিকির, তথ্যবিকৃতি ও বাস্তবতা অবজ্ঞা করে ন্যায্য সমাধান এড়িয়ে চলতে চায়। ট্রাম্প হচ্ছেন তার এক ক্ল্যাসিক উদাহরণ। অথচ এই সংকটের একমাত্র প্রকৃত সমাধান খুবই স্পষ্ট–ফিলিস্তিনের ভূমিতে একটি সার্বভৌম, স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা, যা ইসরায়েলের পাশে শান্তিপূর্ণভাবে টিকে থাকবে। কিন্তু এই ধূর্ত রাজনীতিবিদেরা সেটি কখনোই করতে চায় না।

সাইমন টিসডাল অবজারভার-এর আন্তর্জাতিক বিষয়ের ধারাভাষ্যকার
গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া ইংরেজির অনুবাদ

আবার আগুন মহাকুম্ভে

আপনজন: দুর্ঘটনা পিছু ছাড়ছে না ভারতের উত্তর প্রদেশ রাজ্যের প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ মেলার। আজ শুক্রবার সকালে আবার আগুন লাগল সেখানে। মহাকুম্ভের সেক্টর ১৮-তে সকালে লাগা আগুন নেভাতে দ্রুত চলে যায় ফায়ার সার্ভিসের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। মেলাপ্রাঙ্গণে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লেও প্রয়াগরাজের পুলিশ কর্তা সর্বেশ কুমার মিশ্র জানিয়েছেন, এখন পর্যন্ত হতাহতের কোনো খবর নেই। আগুন নেভানো ও তা যাতে ছড়িয়ে না পড়ে, সেই চেষ্টা চালাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস বিভাগ।

মহাকুম্ভে এই নিয়ে আগুন লাগল তিনবার। দুবার ঘটেছে পদদলিত হয়ে মৃত্যুর ঘটনা। আজ সকালে হঠাৎই দেখা যায় সেক্টর ১৮-তে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে ওপরের দিকে উঠছে। স্থানীয় পুলিশ চৌকির পরিদর্শক যোগেশ চতুর্বেদী সংবাদমাধ্যমকে বলেন, খবর পাওয়ামাত্রই ফায়ার সার্ভিসের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে চলে যায়। আগুন লাগে তুলসী চকের কাছে শঙ্করাচার্য মার্গের হরিহরনন্দ আখড়ায়। আগুনের শিখা ও কালো ধোঁয়া দেখে পুণ্যার্থীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। আশপাশের আখড়া থেকে বেরিয়ে আসেন সবাই। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা এসে পরিস্থিতির সামাল দেন আগুন বেশি ছড়িয়ে পড়ার আগে। হুড়োহুড়িতে কেউ কেউ পড়ে গিয়ে সামান্য আহত হয়েছেন বলে সংবাদ মাধ্যমগুলো জানিয়েছে। আজকের আগুন কীভাবে লাগল, এ বিষয়ে পুলিশ বা মেলা কর্তৃপক্ষ এখনই কিছু জানাতে পারেনি। মহাকুম্ভ শুরু হয়েছিল গত ১৩ জানুয়ারি। প্রথমবার আগুন লাগে ১৯ জানুয়ারি। মেলাপ্রাঙ্গণে পুড়ে গিয়েছিল অন্তত ৫০টি শিবির। তখন সন্দেহ করা হয়েছিল, রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে আগুন ধরেছে। সেই আগুনে কেউ হতাহত হয়েছিলেন বলে পুলিশ জানায়নি। তারপর ৩০ জানুয়ারি আগুন লাগে সেক্টর ২২-এ। সেই দুর্ঘটনায় ১৫টি তাঁবু পুড়ে যায়। এর এক দিন আগেই ঘটে যায় পদপিষ্ট হওয়ার দুটি ঘটনা। একটি ঘটনায় ৩০ জনের মৃত্যুর কথা রাজ্য সরকার ঘোষণা করলেও অন্য ঘটনাটির কথা আজও স্বীকার করেনি। তবে তদন্তকারী দল জানিয়েছে, দ্বিতীয় ঘটনাটির প্রচার সত্য কি না, তা তাদের বিবেচ্য। বেসরকারি মত এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর দাবি অবশ্য নিহতের সংখ্যা অনেক বেশি। রাজ্য সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে মৃত্যুর সংখ্যা চেপে যাচ্ছে। সংসদেও বিরোধীরা এই দাবি জানিয়েছে। সরকার যথারীতি নীরব।

আমেরিকাবিরোধী জোটের বীজ বপন করছেন ট্রাম্প

গিডিয়ন রাখম্যান

‘আগে গুলি চালাও, তারপর প্রশ্ন করো–শুল্ক বিষয়ে আমাদের এটাই কৌশল।’ গত বছরের শেষ দিকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের একজন গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারক আমাকে এ কথাটি বলেছিলেন।

এ ধরনের গর্বভরা কথাবার্তা তো এখন ওয়াশিংটনে হালফ্যাশন হয়ে উঠেছে; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের চিন্তাভাবনার তোয়াক্কা না করে খুব চাঁছাছোলা কথাবার্তা বলার কৌশলটা অত্যন্ত বিপজ্জনক–আমেরিকার জন্য তো বটেই, এমনকি যেসব দেশকে তিনি বাড়তি শুল্ক আরোপের জন্য বেছে নিয়েছেন, তাদের জন্যও।

এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে বিশাল দুই বিপদ আসতে পারে। এগুলো হলো উচ্চহারে মূল্যস্ফীতি ও শিল্প খাতে বিপর্যয়। আর এ দুই বিপদের কথা সবারই জানা।

এটা ঠিক যে উচ্চহারে শুল্ক আরোপের জন্য তেমন কোনো পরিণতি আমেরিকাকে তাৎক্ষণিকভাবে বহন করতে হবে না। তবে এর কৌশলগত পরিণতি একাধারে গুরুতর ও দীর্ঘমেয়াদি হতে পারে। ট্রাম্পের শুল্ক পশ্চিমা দুনিয়ার একতার মৈত্রী ধ্বংস হওয়ার হুমকিতে ফেলেছে। বিভিন্ন দেশ আমেরিকার কাছ থেকে নতুনভাবে হুমকি অনুভব করায় একটি বিকল্প জোট গঠন করতে পারে আর ট্রাম্প সেটিরই বীজ বুনতে শুরু করেছেন।

পশ্চিমা দুনিয়ার একতা ধসে গেলে তা হবে চীন ও রাশিয়ার একটি স্বপ্নের বাস্তবায়ন। ট্রাম্প হয়তো ব্যক্তিগতভাবে এর তোয়াক্কা করেন না। তিনি প্রায়ই ভ্লাদিমির পুতিন ও সি চিনপিংয়ের প্রতি তাঁর মুগ্ধতা প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু যে দুজনকে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা নিয়োগ করেছেন, সেই মারকো রুবিও এবং মাইক ওয়ালৎজ এটা বিশ্বাস করেন যে চীনের শক্তিমত্তাকে প্রশমিত করারই হলো যুক্তরাষ্ট্রের মূল কৌশলগত চ্যালেঞ্জ।

আর তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে চীন, কানাডা ও মেক্সিকোর ওপর বাড়তি শুল্ক করা হবে ট্রাম্পের জন্য পুরোপুরি এক বোকামি।

কারণ, এর মধ্য দিয়ে তিনি এই তিন দেশের স্বার্থের মধ্যে একটি অভিন্নতা আনয়নের ঝুঁকি তৈরি করেছেন। এদের সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নও (ইইউ) আছে, যারা ট্রাম্পের শুল্ক আক্রমণের পরবর্তী লক্ষ্য। ২০২১ সালে বাইডেন প্রশাসন যখন দায়িত্বভার গ্রহণ করে, তখন ইইউ চীনের সঙ্গে নতুন একটি বাণিজ্য চুক্তিতে

উপনীত হওয়ার পথে ছিল; কিন্তু ওয়াশিংটনের চাপ ও বেইজিংয়ের মারাত্মক কিছু ভুলের ফলে ব্রাসেলসকে সরে আসতে হয়; তবে বাইডেন প্রশাসনের মেয়াদের শেষভাগে এসে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় কমিশন একযোগে কাজ করছিল চীনের সঙ্গে বাণিজ্যকে ‘ঝুঁকিমুক্ত’ এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি রপ্তানি আটকে দেওয়ার জন্য। বাইডেন প্রশাসনের যুক্তি ছিল, যদি যুক্তরাষ্ট্র চীনের সঙ্গে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়, তাহলে সে তখনই টিকে যাবে যখন অন্যান্য অগ্রসর গণতান্ত্রিক দেশগুলোকে তার পাশে নিয়ে কাজ করতে পারে। এর বিপরীতে ট্রাম্প আমেরিকার প্রতিপক্ষদের তুলনায় মিত্রদের ওপর অধিক মাত্রায় চড়াও হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর সম্ভাব্য পরিণতি হতে পারে যে তিনি মিত্রদের চীনের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। ইউরোপীয় নীতিনির্ধারকেরা এটা বেশ ভালোভাবেই জানেন, পরিবেশবান্ধব হিসেবে চারপাশকে গড়ে তোলার যে উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য তাঁরা নিয়েছেন, চীনের বৈদ্যুতিক যানবাহন, ব্যাটারি ও সৌর প্যানেল ছাড়া তার বাস্তবায়ন অসম্ভব। আর আমেরিকার বাজার হাতছাড়া হওয়ার হুমকি চীনের বাজারকে আরও বেশি প্রয়োজনীয় করে তুলবে। আমি যখন একজন ঊর্ধ্বতন ইউরোপীয় নীতিনির্ধারককে গত সপ্তাহে এই বলে পরামর্শ দিয়েছিলাম যে ইইউ এখন চীনের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করার কথা ভাবতে পারে, তখন তাঁর উত্তর ছিল, ‘বিশ্বাস করুন বা না-ই করুন, এই আলাপ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে।’ এমনকি কয়েকজন প্রভাবশালী ইউরোপিয়ান এই প্রশ্ন করতে শুরু করেছেন যে আমেরিকা ও চীনের মধ্যে কে সরাসরি বেশি হুমকি। দুই মাস আগে এ রকম প্রশ্ন অবান্তর ছিল; কিন্তু সি নয়; বরং ট্রাম্পই কানাডার স্বাধীনতার সমাপ্তি ঘটানোর কথা বলছেন। অথচ দেশটি ন্যাটোর অন্যতম সদস্য। আবার চীন সরকার নয়; বরং ট্রাম্প প্রশাসন ও ইলন মাস্ক ইউরোপে উগ্র দক্ষিণপন্থীদের মদদ জোগাচ্ছেন। চীনের বেনিয়াবাদ এবং ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রুশ যুদ্ধকে বেইজিংয়ের সমর্থন এখনো ব্রাসেলস ও চীনের মধ্যে যেকোনো সুসম্পর্ক স্থাপনের পথে প্রধান বাধা হয়ে আছে; কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসন যদি ইউক্রেনকে পরিত্যাগ করে আর বেইজিং যদি রাশিয়ার প্রতি কঠোর হয়, তাহলে ইউরোপীয়রা চীনের দিকে ঝুঁকে পড়ার পথে হাঁটবে। লাতিন আমেরিকাতেও চীন নতুন সুযোগ খুঁজতে যাবে; কারণ পানামা ও মেক্সিকোর প্রতি আমেরিকার হুমকি। ট্রাম্প যেহেতু পানামা খালের ওপর পুনর্নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে এবং মেক্সিকোর মাদক চক্রকে দেখে নিতে চান, সেহেতু এ দুই দেশের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগসহ যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী পদক্ষেপ আসন্ন। কিন্তু মেক্সিকোর বিরুদ্ধে ট্রাম্পের আগ্রাসন হিতে বিপরীত হতে পারে। উচ্চহারে আরোপিত শুল্কের কারণে দেশটিতে যদি মন্দা দেখা দেয়, তাহলে সেখান থেকে আমেরিকা যাওয়ার জন্য মরিয়া মানুষের সংখ্যা বাড়বে বই কমবে না। একই সঙ্গে বাড়বে মাদকচক্রের দৌরাত্ম্য; যাদের রপ্তানি শুল্কের হিসাবের বাইরে, মানে চোরাই পথে। কানাডা ও মেক্সিকো যন্ত্রণাবিদ্ধভাবেই এটা ওয়াকিফহাল যে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যযুদ্ধে বাজির দান তাদের প্রতিকূলে। কিন্তু তাদের পাল্টা আঘাত করতেই হবে। আমেরিকার বলপ্রয়োগের মুখে কোনো জাতীয় নেতাই নিজেকে দুর্বল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার মতো কাজ করতে পারেন না; এবং ট্রাম্পকে পাল্টা আঘাত করাই সম্ভবত সঠিক কৌশল। সম্প্রতি একজন ইউরোপীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমাকে বলেছিলেন, ‘ট্রাম্প আপনার মুখে ঘুষি মারলে আপনি যদি পাল্টা না মারেন, তাহলে তিনি আবারও আপনাকে আঘাত করবেন।’ এখন পর্যন্ত ব্রিটেন ও জাপান ট্রাম্পের শুল্ক আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়নি। এটা তাদের জন্য সাময়িক স্বস্তি বটে। কিন্তু তারা যদি ভেবে থাকে যে চুপচাপ থাকলে বেঁচে যাবে, তাহলে তা হবে নিজেদের ছেলে ভোলানো বুঝ দেওয়া। ট্রাম্প যদি এটা সিদ্ধান্ত নেন যে প্রথম দফার শুল্কযুদ্ধ কাজে দিয়েছে, তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি আরও নতুন লক্ষ্যবস্তু খুঁজে বের করবেন আক্রমণ চালানোর জন্য।

করপোরেট আমেরিকারও এখন সজাগ হওয়া উচিত, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে ‘অ্যানিমেল স্পিরিটস’ ফিরে আসার জল্পনায় পিঠ চাপড়ানো বন্ধ করা উচিত। ট্রাম্প আসলে আমেরিকাকে যা দিতে চাইছেন, তা হলো কথিত অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা এবং পশ্চিমা মিত্রতার ধ্বংস। আর তা আমেরিকার ব্যবসায়ীদের জন্য এক অর্থনৈতিক ও কৌশলগত বিপর্যয় ডেকে আনবে, যেখানে গোটা আমেরিকাও নিমজ্জিত হবে।

গিডিয়ন রাখম্যান ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস-এর (এফটি) পররাষ্ট্রবিষয়ক প্রধান কলামিস্ট। এফটি থেকে নেওয়া। ইংরেজি থেকে রূপান্তর

প্রথম নজর

হরিরামপুর দেওয়ান আব্দুল গণি কলেজে দুইদিনের সেমিনার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● রায়গঞ্জ

আপনজন: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর দেওয়ান আব্দুল গণি কলেজে দুইদিনের আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের সেমিনারের আয়োজক হলেন ভূগোল, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান এবং Association of Geography and Ethnology of Moldova. মলডোভা থেকে সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন, দেশের ভূগোল সংস্থার সম্পাদক ড. ডরিন লজোভানু, ইংল্যান্ড থেকে লিভিই ডমিট্রু ভানিলা এবং রোমানিয়া থেকে করনেলু ফিলিপ তিনি লেখক সংগঠনের সদস্য। কলেজে মুলত জাতিগত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সংখ্যালঘু বিষয়ের ওপর আলোচনা করা হয়। এই সেমিনারের উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক দালিপ কুমার মাইতি এবং মূখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক দীপক কুমার রায়। এছাড়াও দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক পবিত্র চট্টোপাধ্যায় ও আমেরিকান বিশ্ব বিদ্যালয়ের ড. রবিন চক্রবর্তী প্রমুখ। এদিনের অনুষ্ঠানের স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন দেওয়ান আব্দুল গণি কলেজের অধ্যক্ষ ড আব্দুল ওহাব। অনুষ্ঠানে দেশবিদেশের নানা গবেষক ও আলোচকগণ নানা বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন এবং রায়গঞ্জ বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড.তাপস পাল হিজরাদের ওপর গবেষণার ফলাফল তুলে ধরেন। অধ্যাপক ছাহির আলি মিঞা সেমিনারের উপদেষ্টা ছিলেন এবং সেমিনারের আহ্বায়ক হিসেবে ছিলেন ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইসমাইল।

বিএসএফের সিভিক অ্যাকশন কর্মসূচি

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: বিএসএফ ৮৮ ব্যাটালিয়ান পক্ষ থেকে সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হলো। শুক্রবার দুপুরে । শুক্রবার মালদা জেলার বামনগোলা থানার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত শোনঘাট হাই স্কুল মদানে সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম করা হয়। ৮৮ ব্যাটালিয়ান বিএসএফের পক্ষ থেকে শুক্রবার সীমান্তবর্তী এলাকার সাধারণ মানুষকে বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্প,সহ এলাকার দুঃস্থ মানুষের জন্য বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা সহ বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়। তারই পাশাপাশি সীমান্ত এলাকার, ক্লাব গুলিকে খেলাধুলার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। যেমন ফুটবল জার্সি ক্রাম বোর্ড সহ মহিলাদের জন্য শাড়ী সহ বিভিন্ন সামগ্রিক তুলে দেওয়া হয়।এলাকাবাসিন্দারা জানান যেভাবে সীমান্তবর্তী এলাকায় জীবনের ঝুঁকে নিয়ে দিনরাত এক করে ঘরের পাহারা দিচ্ছেন তার পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে সহযোগিতা করছেন বিএসএফ তারই অঙ্গ হিসেবে দেখা গেল সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মানুষের সহযোগিতা করতে। এদিন উপস্থিত ছিলেন বিএসএফ কমান্ডান্ডেট ৮৮ ব্যাটালিয়ান,নরেশ কুমার লোইয়া,২ আইসি অমিত শর্মা ডিউটি কমান্ড কেসি নেইল, এ সি সুনিল কুমার সহ বিএসএফের অন্যান্য আধিকারিক ও গ্রামবাসী।

জেলা পরিষদ সদস্যরা পেলেন বিশেষ ঘর

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: জেলা পরিষদের সদস্যদের বসবার জন্য বরাদ্দ করা হলো একটি বিশেষ ঘর। শুক্রবার ফিতে কেটে যার আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ উদ্বোধন করলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্তামণি বিহা।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি অম্বরিশ সরকার সহ আরো অনেকে। জানা গিয়েছে, এর আগে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদে সাধারণ সদস্যদের বসবার কোন আলাদা জায়গা ছিল না। সভাধিপতি, সহকারি সভাধিপতি সহ কর্মাধ্যক্ষ দের বসবার জন্য আলাদা জায়গা থাকলেও সাধারণ সদস্যদের নির্দিষ্ট কোন জায়গা ছিলনা। যার ফলে দীর্ঘদিন ধরেই সদস্যদের দাবি ছিল একটি ঘর বরাদ্দ করবার জন্য। সেই মতো

জেলা পরিষদ ভবন চত্বরেই একটি পুরনো ঘরকে নতুন রূপে সাজিয়ে, সেটিকে বরাদ্দ করা হল সাধারণ সদস্যদের জন্য।

ফিতে কেটে তারই এদিন শুভ উদ্বোধন করা হয় জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও জেলা শাসকের উপস্থিতিতে।

এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি অম্বরিশ সরকার জানান, 'সাধারণ সদস্যদের দাবি ছিল তাদের একটা বসার জায়গা করবার জন্য। এখন থেকে সদস্যরা এখানে বসবেন।'

চাষিদের ধান কেনায় বাদ দিচ্ছে কুইন্ট্যালে ৫ কিলো, প্রতিবাদ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: সরকারি ক্রয় কেন্দ্রে ফড়েদের চোখ বন্ধ করে ধান কেনা হলেও সাধারণ চাষিদের ধানে বাদ দেওয়া হচ্ছে কুইন্ট্যাল প্রতি ৫ থেকে ১০ কিলো, প্রতিবাদে রাস্তায় ধান ফেলে অবরোধ ।

সরকারি ধান ক্রয় কেন্দ্রে চোখ বন্ধ করে ফড়েদের ধান কিনে নেওয়া হলেও সাধারণ চাষিদের ধানে কুইন্ট্যাল প্রতি বাদ দেওয়া হচ্ছে ৫ থেকে ১০ কিলো। বাটা হিসাবে বাদ দেওয়া সেই ধানের হিসাব লেখা হচ্ছে না রসিদেও। এরই প্রতিবাদে রাস্তায় নিজেদের ধান ছড়িয়ে অবরোধে সামিল হলেন স্থানীয় চাষীরা। আজ দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার কেচন্দা এলাকায়। বাঁকুড়ার খাতড়া ব্লকের কেচন্দা এলাকায় কিষাণ মান্ডিতে সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান কেনার শিবির তৈরী করা হয়েছে। সেখানে সরকারি আধিকারিকরা প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে বসে সরকারি সহায়ক মূল্যে চাষিদের কাছ থেকে ধান কিনছেন। আর সেখানেই ব্যাপক বেনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ নিয়ম বহির্ভূত ভাবে ওই ধান ক্রয় কেন্দ্রে সরকারি সহায়ক মূল্যে শুধু ফড়েদের কাছ থেকেই ধান কেনা হচ্ছে তাই নয়, ফড়েদের ধানের ক্ষেত্রে কোনো বাটা নেওয়া হচ্ছে না। অর্থাৎ যেমন খুশি ধান আনলেও তা অনায়াসেই কোনো কিছু বাদ না দিয়েই তা সরকারি সহায়ক মূল্যে কিনে নিচ্ছে সরকারি আধিকারিকরা। অন্যদিকে সাধারণ চাষিরা ওই ধান ক্রয় কেন্দ্রে বিক্রির উদ্যেশ্যে নিজেদের উৎপাদিত ধান নিয়ে গেলেই বিভিন্ন অজুহাতে কুইন্ট্যাল প্রতি ৫ থেকে ১০ কিলো বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বাটা হিসাবে বাদ দেওয়া সেই অংশের কোনো উল্লেখও থাকছে না রসিদে। দিনের পর দিন সরকারি আধিকারিকদের এই খামখেয়ালিপনার বিরুদ্ধে আজ গর্জে ওঠেন স্থানীয় চাষিরা। কেচন্দার কাছে বাঁকুড়া রানীবাঁধ রাজ্য সড়কের উপর নিজেদের উৎপাদিত ধান ফেলে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন ক্ষুব্ধ চাষিরা। স্থানীয় কৃষি আধিকারিকরা অবশ্য ফড়েদের ধান কেনার অভিযোগ মানতে চাননি। তবে তাঁদের দাবী সাধারণ চাষিদের ধানে কিছুক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিমাণে আবর্জনা ও অতিরিক্ত আর্দ্রতা থাকার কারনে সরকারি নিয়ম মেনেই কুইন্ট্যাল পিছু নির্দিষ্ট হারে বাদ দেওয়া হচ্ছে।

মুসলমানদের বাঁচতে হলে ঈমানকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে: সিদ্দিকুল্লাহ

জাকির সেখ ● কাটোয়া

আপনজন: পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার করজগ্রামে অবস্থিত রাজ্যের অন্যতম বহুমুখী ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া করজগ্রাম মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হল খতমে বুখারী ও ক্বেরাত সম্মেলন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাওলানা মওদুদ আসআ'দ মাদানি। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য মক্তব ও মাদ্রাসা শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সভা পরিচালনা করেন রাজ্য জমিয়তে উলামার সভাপতি তথা রাজ্যের মন্ত্রী ও অত্র মাদ্রাসার সেক্রেটারি মাওলানা সিদ্দীকুল্লাহ চৌধুরী।

তিনি বলেন, মুসলমানদের বাঁচতে হলে ঈমান, আকিদা ও দ্বীনে ইসলামকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। দ্বীনে ইসলামকে বাঁচিয়ে রাখতে মাদ্রাসা শিক্ষার বিকল্প কিছু নেই। দেশের সংবিধানের ২৫-৩০ নং ধারায় সংখ্যালঘুদের জন্য প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনা করার অধিকার দিয়েছে। ১৯৫১ সালে সুফি আবু তালেব চৌধুরী রহ. এর প্রচেষ্টায় এই মাদ্রাসা গড়ে উঠেছিল। দীর্ঘ ৭৪ বছর ধরে এই মাদ্রাসা যোগ্য আলিম, হাফিজ ও ইমাম তৈরী করে আসছে।

ইন্দোনেশিয়া ও ভারতের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ক্বারীরা ক্বেরাত পাঠ করে সকলকে মুগ্ধ করেন। ছাত্রদের সহীহ বুখারী শরীফের সমাপনী পাঠদান করেন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ও পশ্চিমবঙ্গের আমীরে শরীয়ত মাওলানা মনজুর আলম। পাঠদান শেষে ১৭ জন হাফেজ ছাত্র ও ১৮ জন মাওলানা বিভাগের ছাত্রদের পাগড়ি পরিয়ে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন মাদ্রাসার সহ সেক্রেটারি মাওলানা রহমতুল্লাহ চৌধুরী। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের নায়েবে আমীরে শরীয়ত মাওলানা হাজীবুদ্দীন কাসেমী, রাজ্য জমিয়তের সাধারণ সম্পাদক মুফতি আব্দুস সালাম, রাজ্য জমিয়তের সাধারণ সম্পাদক ক্বারী শামসুদ্দিন আহমেদ, প্রধান শিক্ষক মাওলানা আরিফুল্লাহ চৌধুরী, রাবেতা বোর্ডের সম্পাদক মুফতি ফখরুদ্দীন আহমেদ, মাওলানা বদরুল আলম, মাওলানা আরশাদ আলী খান, মাওলানা আবুল কাসেম, মাওলানা ইমতিয়াজ আলী, মুফতি রেজাউল করীম সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

জনসংযোগ বাড়াতে বিধায়কের নয়া অফিস

এহসানুল হক ● বসিরহাট

আপনজন: ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগেই জনসংযোগ বাড়াতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বাদুড়িয়া চৌমাথা এলাকায় উদ্বোধন হলো বিধায়ক কার্যালয়। ফিতে কেটে উদ্বোধন করেন বাদুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক কাজী আব্দুর রহিম । উপস্থিত ছিলেন বাদুড়িয়া মেইন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রতাপ উদ্দিন আহমেদ, হাড়োয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি আবদুল খালেক মোল্লা, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ সদস্য মমতাজ বিবি, তৃণমূল নেতা আশিক বিল্লা , বিশিষ্ট সমাজসেবী মনিরুল মন্ডল, তৃণমূল যুবনেতা জুবায়ের ভাষণ, সুরাজ গাজী সহ বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের ও পৌরসভার নেতৃত্বরা । এদিন বাদুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক কাজী আব্দুর রহিম বলেন, মুখ্যমন্ত্রী নিজে মানুষের সঙ্গে মানুষের পাশে থাকার কথা বলেছেন তাই বিধায়ক কার্যালয় করে মানুষের সঙ্গে আরও সুসম্পর্ক এবং জনসংযোগ করার লক্ষ্যেই এই বিধায়ক কার্যালয়ের উদ্বোধন করা। এছাড়া এই কার্যালয় থেকে সাধারণ মানুষের সুবিধা অসুবিধার কথা শোনা হবে। হাড়োয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি আব্দুল খালেক মোল্লা বলেন, এই বাদুড়িয়ার মাটি সম্প্রীতির মাটি বাদুড়িয়ার মানুষের সঙ্গে আমাদের নিবিড় সম্পর্ক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বেই বাদুড়িয়া চলবে বাদুড়িয়ার মানুষের প্রতি অন্যায় হবে এটা মেনে নেওয়া যাবে না প্রতিবাদ হবেই। বাদুড়িয়ার বিধায়কের নেতৃত্বে সম্প্রীতির সোনার বাদুড়িয়া গড়ে উঠবে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধায়ক সাহেবকে বার্তা দিয়েছেন মানুষের পাশে থেকে কাজ করার বিধায়ক সাহেব মানুষের পাশে থেকে কাজ করে চলেছেন আগামী দিন বাদুড়িয়ার মানুষ শান্তি সম্মান ফিরে পাবে। জেলা পরিষদ সদস্য মমতাজ বিবি বলেন, বাদুড়িয়ার মানুষের ভয় পাবার কোন কারণ নেই।

উলুবেড়িয়ায় সুফল বাংলা বিপণির সূচনা

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষিজ বিপণন বিভাগের পরিচালনায় পশ্চিমবঙ্গ এগ্রি মার্কেটিং কর্পোরেশন লিমিটেডের অধীনে সুফল বাংলা বিপণির শুভ উদ্বোধন হল শুক্রবার উলুবেড়িয়া পৌরসভার প্রাঙ্গণে। এদিন উদ্বোধন করেন রাজ্যের পূর্ত, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরী মন্ত্রী পুলক রায়।সঙ্গে ছিলেন হাওড়ার জেলাশাসক ডা.পি দীপাপ প্রিয়া, মন্ত্রী বেচারাম মান্না। বিপণি বাজারে যেখানে থাকছে শাকসব্জির পাশাপাশি চাল, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ এবং দুগ্ধজাত সামগ্রীও পাওয়া যাচ্ছে সুলভ মূল্যে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে অনান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা পরিষদের সহ:সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য, কৃষিজ বিপণন আধিকারিক সৌম্যজিৎ চৌধুরী,হাওড়া জেলা রেগুলেটেড মার্কেটিং কমিটির সচিব বাবু কোড়া, উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অভয় কুমার দাস,উলুবেড়িয়ার মহকুমাশাসক মানস কুমার মণ্ডল,বিধায়ক বিদেশ বসু,সুকান্ত পাল,পৌরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান শেখ ইনামুর রহমান সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

দুই শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে অটো উল্টে গুরুতর জখম ১

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: দুই শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন এক শিক্ষক। শুক্রবার বিকালে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত কুলতলি নারায়ণতলা বাসন্তী হাইওয়েতে। গুরুতর জখম শিক্ষকের নাম নিরুপম মন্ডল।অন্যান্য শিক্ষকরা রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করেন। চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে ,বাসন্তীর সোনাখালি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চার জন শিক্ষক স্কুল ছুটির পর অটোয় চেপে ক্যানিংয়ে ফিরছিলেন।কুলতলির নারায়ণতলা এলাকায় চলন্ত অটোর সামনে রাস্তার উপর চলে আসে দুই শিশু।অটো চালক রণজিত সিংহ দুই শিশু কে বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন।দুর্ঘটনার কবল থেকে দুই শিশু প্রাণে বাঁচলেও মুহূর্তে অটোটি রাস্তার উপর উল্টে যায়।দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয় সোনাখালি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক নিরুপম মন্ডল।অটোচালক ও অন্যান্য শিক্ষকরা গুরুতর জখম অবস্থায় ওই শিক্ষককে উদ্ধার করেন। চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।সেখানে ওই শিক্ষকের চিকিৎসা চলাকালীন তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা।ওই শিক্ষকের বাড়ি সোনারপুর এলাকায়।

ঘটনা প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শী শিক্ষক উত্তম মন্ডল জানিয়েছেন, 'চলন্ত অটোর সামনে আচমকা দুই শিশু চলে আসে। তাদের কে বাঁচানোর জন্য মরিয়া হয়ে প্রাণপন চেষ্টা করেন অটোচালক রণজিত সিংহ।তবে শেষ মুহূর্তে দুজন শিশুর প্রাণ রক্ষা হলেও অটো উল্টে দুর্ঘটনা ঘটে। জখম হয়েছেন শিক্ষক নিরুপম মন্ডল। তাঁকে আমরা উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাই চিকিৎসার জন্য। তাঁর পা,হাত,কোমর এবং মুখের আঘাত গুরুতর হওয়ায় চিকিৎসকরা কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন।

মুর্শিদাবাদে চিটফান্ড প্রতারণায় হাতেনাতে পাকড়াও ১২

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: খাস নবাব তালুকে চলছিল প্রতারণার নতুন ফাঁদ তৈরি। প্রতারিত গ্রাহকরা মুর্শিদাবাদ শহরের একটি হোটেলে হাতেনাতে পাকড়াও করলেন ১২ জনকে। পরে মুর্শিদাবাদ থানার পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশ সূত্রে খবর, কলকাতার ঘুঘুডাঙ্গা থানা এলাকার বাসিন্দা পল্লব চক্রবর্তী প্রায় ২৫ বছর আগে ২০০০ সাল নাগাদ একটি চিটফান্ড সংস্থা তৈরি করে কয়েক হাজার মানুষের কাছ থেকে টাকা তুলে ২০১২ সালে হঠাৎ করেই বেপাত্তা হয়ে যায়। তখন সেই চিটফান্ড সংস্থার নাম ছিল মাল্টিপারপাস বায়োজ ইন্ডিয়া লিমিটেড। ইদানিং সেই পল্লব আবার ইনোমার্স নামের একটি নতুন কোম্পানির ডিরেক্টর সেজে এলাকায় টাকা তুলতে শুরু করেছিল। মুর্শিদাবাদের ইচ্ছাগঞ্জের বাসিন্দা রবিউল শেখের কাছ থেকে ৪ লক্ষ টাকা, শহরের বাসিন্দা রাহুল শেখ, বাদল শেখ, সানি শেখ দের কাছ থেকে ২ লক্ষ টাকা করে ৬ লক্ষ টাকা তুলে ইনোমার্স সংস্থায় জমা করেছিল পল্লব।

এই বিষয়ে টাকা জমা করা গ্রাহকরা বলেন, আমাদের বলা হয়েছিল পাঁচ বছরে টাকার ডবল দেওয়া হবে। আর ওই টাকা জমা করার জন্য সিকিউরিটি হিসেবে পলসন্ডা এলাকার একটি জমির বন্ড দেয় কোম্পানি। সংস্থার কাছ থেকে এক লক্ষ টাকার পণ্য ক্রয় করা হলে উপভোক্তাকে ২২৫ দিনে ১ হাজার করে টাকা দেওয়া হবে, এধরনের প্রলোভন দেখিয়ে বিভিন্ন কায়দায় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে টাকা তুলতে শুরু করে ইনোমার্স নামের ওই সংস্থাটি। মুর্শিদাবাদ টাঙ্গা ইউনিয়নের সম্পাদক মনু শেখ বলেন, আমিও পল্লব চক্রবর্তীর ফাঁদে পড়েছিলাম।

বাংলা ভাষায় পরিষেবা নিয়ে চুঁচুড়া ডাকঘরে স্মারকলিপি

সেখ আব্দুল আজিম ● হুগলি

আপনজন: গত ২৯শে জানুয়ারি এক বাঙালি ভাই চুঁচুড়া মুখ্য ডাকঘরের ২ নং কাউন্টারে পার্সেল যান। সেই কাউন্টারে বহিরাগত সঞ্জয় কুমার হিন্দি কথা বুঝতে না পাড়ায় সেই বাঙালি গ্রাহক তাকে বাংলা ভাষায় পরিষেবা দেওয়ার অনুরোধ করেন। অভিযোগ, সেই বহিরাগত কর্মচারী উদ্ধত আচরণ করে জানান - এটা দিদির জায়গা নয় এটা মোদির জায়গা, এখানে হিন্দিই চলবে।

চুঁচুড়া মুখ্য ডাকঘরে বহিরাগত কর্মচারী সঞ্জয় কুমারও বাঙালি গ্রাহককে একই ভাবে হেনস্থা করে বলে অভিযোগ। তাদের বিরুদ্ধে চুঁচুড়া মুখ্য ডাকঘরে স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা বাংলাপক্ষর দফতর সম্পাদক সুমন ব্যানার্জী, অভিষেক পাল, সুদর্শন প্রামাণিক, মনোজ মান্না, অমিত দত্ত সহ বিভিন্ন সহযোদ্ধারা।

অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের পচা দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

আলফাজুর রহমান ● তেহট্ট

আপনজন: অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের পাচাগলা দেহ উদ্ধার ঘিরে এলাকায় ছড়াল চাঞ্চল্য। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সন্ধ্যার দিকে তেহট্ট থানার বেতাই সিভিলগঞ্জ গ্রামে। তেহট্ট থানার পুলিস গিয়ে দেহটি উদ্ধারের পাশাপাশি তদন্ত শুরু করে পরিচয় জানার চেষ্টা করছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বিকেলে স্থানীয় কচিকাঁচারা এস আই অফিসের পাশে ছোট্ট একটি খেলার মাঠে লুকোচুরি খেলা করছিল। এক শিশু এসআই অফিসের ঠিক পিছনে জঙ্গলের মধ্যে লুকাতে গিয়ে দেখতে পায় জঙ্গলের মধ্যে পাঁচিল ঘেঁষে এক ব্যক্তি শুয়ে আছে। কাছে যেতেই পচন ধরা মৃতদেহ দেখে চিৎকার শুরু করে। ওই শিশুর চিৎকারে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসে। গ্রামবাসীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখে অজ্ঞাত পরিচয় এক যুবকের পচা গলা দেহ পড়ে আছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ঘুটিয়ারি

আপনজন: ২০২৫ এ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হতে চলেছে আর কয়েকদিন পর এরই মধ্যে রাজ্যের সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি স্কুলগুলিতে তুলে দেওয়া হচ্ছে অ্যাডমিট কার্ড। সেইসঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত ও সাহস জোগাচ্ছে শিক্ষকরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ঘুটিয়ারি শরীফের গাঁতি জে পি মেমোরিয়াল স্কুল(উচ্চ মাধ্যমিক) এ বছরে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয় স্কুল প্রাঙ্গণে।প্রথমেই শিক্ষার্থীদের কে বরণ করে নেওয়া হয়, ফুল, মিষ্টি,কলম,ট্রান্সপারেন্ট বোড' দিয়ে। সেই সঙ্গে কিভাবে পরীক্ষার আগের কটা দিন চলতে হবে তার নির্দেশনা দেওয়া হয়। এদিন বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক গবেষক লিটন রাকিব, সাংবাদিক হাসিবুর রহমান, স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা নূর হোসেন মন্ডল সহ প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষক, শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী অভিভাবকগণ। উল্লেখ্য প্রতিষ্ঠানটি ২০১২ সালে পথচলা শুরু করে বর্তমানে ৫০০অধিক ছাত্রছাত্রীর বিচরণ ভূমি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বোমা উদ্ধার লাভপুরের ঠিবা এলাকায়

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: আবারো বোমা উদ্ধার বীরভূমে লাভপুর ব্লকের কীর্ণাহার থানার ঠিবা অঞ্চলের কল্যাণপুর গ্রামে। অনুমান করা হচ্ছে রাতে দুষ্কৃতকারীরা বোমা বাঁধার কাজ করছিল সেই কারণে ঘটনাস্থলেই পড়ে রয়েছে মশলা সহ বোমা তৈরির সরঞ্জাম। পুলিশ ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে, ইতিমধ্যেই খবর দেওয়া হয়েছে বম্ব স্কোয়াডে। কি উদ্দেশ্যে কে বা কারা যুক্ত রয়েছে এই ঘটনায়। তার তদন্ত শুরু করছে কীর্ণাহার থানার পুলিশ।

জলঙ্গি সীমান্তে গ্রেফতার সাত বাংলাদেশিসহ তিন ভারতীয়

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: জলঙ্গির সীমান্তের বিভিন্ন ওপি পয়েন্ট দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করার পরে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন। কাজ শেষে আবারও বাংলাদেশে ফেরার জন্য ভারতীয় দালালদের সাহায্য নেই।যদিও টাকার বিনিময়ে অবৈধ ভাবে বাংলাদেশীদের ভারতে প্রবেশ করানো ও ভারত থেকে বাংলাদেশে পাঠানো হয়। এমন খবর পায় বিএসএফের ১৪৬ নং ব্যাটেলিয়নে। বৃহস্পতিবার জলঙ্গীর সরকার পাড়া এলাকায় নজর দারি বাড়ালে সীমান্ত পেরোনোর সময় বিএসএফের নজরে পড়লে তাদের আটক করে বৈধ কাগজ দেখতে চাইলে কোনো বৈধ কাগজ না দেখাতে পাড়ায় তাদের আটক করে সন্ধায় জলঙ্গী থানায় হস্তান্তর করলে বিএসএফের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করে পুলিশ, পুলিশ সূত্রে ধৃতদের পরিচয় জানা যায়, তাদের বাড়ি কুষ্টিয়া জেলার দৌলত পুর থানা এলাকায়।অপর দিকে ধৃত তিন ভারতীয়রা হলেন মিলন মন্ডল বাড়ি জলঙ্গীর মধূবোনা এলাকায়।

আইএসএলে আজ মুখোমুখি মহামেডান ও হায়দ্রাবাদ এফসি

আপনজন ডেস্ক: আই এস এল-এর ২০২৪-২৫ মরসুম এখনও টানটান উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচ দ্বারা বিদ্যমান। তারই এক ঝলক দেখা যেতে চলেছে আগামী শনিবার হায়দ্রাবাদের জিএমসি বালাযোগী স্টেডিয়ামে। আইএসএল ২০২৪-২৫-এর লড়াইয়ে লড়াইরত হায়দ্রাবাদ এফসি, পয়েন্ট টেবিলের নীচের স্থানে থাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের মুখোমুখি হবে। স্পটলাইট থাকবে হায়দ্রাবাদের গোল রক্ষণভাগের উপর, যারা তাদের শেষ দুটি ম্যাচে ছয়টি গোল করেছে, আগের তিনটি ম্যাচে ঘরের মাঠে অপরাজিত থাকার কারণে তাদের সেভিং গ্রেস খুবই প্রশংসনীয়। প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন হায়দ্রাবাদ ১৮ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট পেয়েছে, শেষ পাঁচ ম্যাচে দুবার ড্র করেছে এবং একবার জিতেছে। অন্যদিকে মোহামেডান ১৮ ম্যাচে দুটি জয়, পাঁচটি ড্র এবং ১১ পরাজয়ের সাথে ১১ পয়েন্ট নিয়ে নীচের স্থানে রয়েছে। তাই মহামেডানের জন্য যে এই ম্যাচটা একটু চাপের হতে চলেছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। হায়দ্রাবাদ এফসির অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান কোচ শামিল চেম্বাকথ বলেছেন যে তার দল নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসির কাছে পরাজয়ের সময় যেখানে পিছিয়ে পড়েছিল সেই ভুলগুলি ঠিক করে নেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল, এবং এমন ক্ষেত্রগুলিতে কাজ করেছি যেখানে আমাদের উন্নতি করা দরকার। কলকাতা দলের উচিত গোল করা নিয়ে আরও বেশি সতর্ক হওয়া, লড়াই শেষ করার চেষ্টা করা, কারণ তারা এখন পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে কম (আটবার) গোল করেছে। ঠিক তেমনি মোহামেডানের সহকারী কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াদু তার পক্ষ থেকে বাকি খেলাগুলিতে ভালো ফলাফল পাওয়ার জন্য বর্তমান ম্যাচগুলির উপর মনোযোগ দেওয়ার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন।
তার মতে, ওনাদের দলের যে শেষ খেলাটি ছিল তা একদমই আশাজনক ছিল না। এমনকি তিনি আরও জানান যে, 'আমরা ভালো খেলিনি। আমাদের এখনও ছয়টি খেলা বাকি আছে, এবং আমরা অতীত নিয়ে খুব বেশি চিন্তা না করে আসন্ন খেলাগুলিতে আরও মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করছি'।

গলে অস্ট্রেলিয়ার দিন, সেঞ্চুরিতে সর্বকালের শীর্ষ পাঁচে স্মিথ

আপনজন ডেস্ক: 'ক্যাচের পর সেঞ্চুরিতেও সর্বকালের শীর্ষ পাঁচে উঠে এলেন স্টিভ স্মিথ। গতকাল শ্রীলঙ্কার প্রথম ইনিংসে প্রবাত জয়াসুরিয়ার ক্যাচটি ছিল টেস্ট ক্যারিয়ারে স্মিথের ১৯৭তম। রিকি পন্টিংকে ছাড়িয়ে অস্ট্রেলিয়ার ফিল্ডারদের মধ্যে সর্বোচ্চ ক্যাচ নেওয়ার রেকর্ড গড়া স্মিথ উঠে এসেছেন সর্বকালের শীর্ষ পাঁচে। সেই স্মিথ আজ গলে দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনে টেস্ট সেঞ্চুরিতে সর্বকালের শীর্ষ পাঁচে উঠে এসেছেন। আগের টেস্টে ১০ হাজার রানের মাইলফলক ছোঁয়ার পথে ৩৫তম সেঞ্চুরি পাওয়া স্মিথ পরের ইনিংসেই পেয়ে গেলেন ৩৬তম সেঞ্চুরি, যা তাঁকে টেস্ট সেঞ্চুরিতে রাহুল দ্রাবিড় ও জো রুটের পাশে বসিয়েছে।
দ্রাবিড়, রুট ও স্মিথের চেয়ে বেশি টেস্ট সেঞ্চুরি আছে ভারতের শচীন টেন্ডুলকার (৫১), দক্ষিণ আফ্রিকার জ্যাক ক্যালিস (৪৫), অস্ট্রেলিয়ার রিকি পন্টিং (৪১) ও শ্রীলঙ্কার কুমার সাঙ্গাকারার (৩৮)।
স্মিথের সেঞ্চুরিতে শীর্ষ পাঁচে ওঠার দিনে সেঞ্চুরি পেয়েছেন তাঁর সতীর্থ অ্যালেক্স ক্যারিও। অস্ট্রেলিয়া ৯১ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে ফেলার পর স্মিথ ও ক্যারি ২৩৯ রানের জুটি গড়ে পাড়ি দিয়েছেন দিনের বাকি সময়টা। উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান ক্যারি পেয়েছেন টেস্ট ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি। ১৩৯ রানের ইনিংসটি ৩৯ টেস্টের ক্যারিয়ারে তাঁর সর্বোচ্চ ইনিংসও। ২০২২ সালে মেলবোর্নে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে বক্সিং ডে টেস্টের প্রথম ইনিংসে করা ১১১ ছিল তাঁর প্রথম। স্মিথ দিন শেষে অপরাজিত ১২০ রানে।
স্মিথ-ক্যারিতে দ্বিতীয় দিনটিকে নিজেদের করে নেওয়া অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে এগিয়ে গেছে ৭৩ রানে। এর আগে ৯ উইকেটে ২২৯ রান নিয়ে দিন শুরু করা শ্রীলঙ্কার প্রথম ইনিংস থামে ২৫৭ রানে। ৫৯ রান নিয়ে দিন শুরু করা কুশল মেন্ডিস শেষ পর্যন্ত অপরাজিত ছিলেন ৮৫ রানে।
দিনের প্রথম ঘণ্টাতেই ব্যাটিংয়ে নামা অস্ট্রেলিয়া উদ্বোধনী জুটিতে তোলে ৩২ রান। এই রানের ২১-ই ছিল নিশান পেইরিসের প্রথম শিকার ট্রাভিস হেডের। তিনে নামা মারনাস লাবুশেন ফেরেন পরের ওভারেই প্রবাত জয়াসুরিয়ার বলে এলবিডব্লু হয়ে।
স্মিথ নামেন এরপরই। উসমান খাজার সঙ্গে স্মিথের তৃতীয় উইকেট জুটিতে আসে ৫৪ রান। আগের ম্যাচে ক্যারিয়ারের প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি পাওয়া খাজা আজ পেইরিসের বলে এলবিডব্লু হওয়ার আগে করতে পারেন ৩৬ রান।
দিনের দ্বিতীয় সেশনের চতুর্থ ওভারে খাজার বিদায়, এরপরের গল্পটা শুধুই স্মিথ-ক্যারির। তবে খাজা ফেরার আগেই একটু এদিক-ওদিক হলেই ফিরেই যেতে পারতেন স্মিথ। ১৮তম ওভারে জয়াসুরিয়ার করা একটি বল ১৪ রানে দাঁড়ানো স্মিথের ব্যাটের কানা ছুঁয়ে চলে যায় স্লিপের দিকে। বলটি অল্পের জন্যই ফিল্ডারদের হাতের নাগালে যায়নি।
পাঁচ ওভার পর জয়াসুরিয়া তো স্মিথকে আউট করার উদ্‌যাপনও করেছিলেন। এলবিডব্লুর আবেদনে আঙুল তুলে দিয়েছিলেন আম্পায়ার। ২৩ রানে থাকা স্মিথ রিভিউ নিয়ে বেঁচে যান। স্মিথের রান যখন ৯১, সেই সময় রমেশ মেন্ডিসের জোরালো আবেদন আম্পায়ার নাকচ করে দেওয়ার পর রিভিউ নিয়ে তা শুধু নষ্টই করেছে শ্রীলঙ্কা। স্মিথ আরেকটি 'হাফ চান্স' দিয়েছিলেন সেঞ্চুরির পরে, পেইরিসের বলে ফিরতি ক্যাচের মতো তুলেছিলেন ১০৪ রানে থাকা অবস্থায়।
সেই তুলনায় ক্যারির ইনিংসটা নিখুঁতই ছিল। তিন বলের মধ্যে দুটি চার মেরে ৯২ থেকে ১০০-তে পৌঁছানো ক্যারি দিনের শেষ ভাগে রান তোলার গতিতে ছাড়িয়ে যান স্মিথকে। স্মিথ যখন ৩৬তম সেঞ্চুরিটি পেলেন, ক্যারির রান ৭৭। সেই ক্যারিই দিন শেষে স্মিথের চেয়ে ১৯ রানে এগিয়ে। ১৫৬ বলের ইনিংসে ১৩টি চার ও ২টি ছক্কা মেরেছেন ক্যারি। স্মিথের ২৩৯ বলের ইনিংসে চার ৯টি, ছক্কা ১টি।

সংক্ষিপ্ত স্কোর
শ্রীলঙ্কা ১ম ইনিংস: ৯৭.৪ ওভারে ২৫৭ (কুশল ৮৫*, চান্ডিমাল ৭৪; স্টার্ক ৩/৩৭, কুনেমান ৩/৬৩, লায়ন ৩/৯৬)।
অস্ট্রেলিয়া ১ম ইনিংস: ৮০ ওভারে ৩৩০/৩ (ক্যারি ১৩৯*, স্মিথ ১২০*, খাজা ৩৬, হেড ২১; পেইরিস ২/৭০)।
* ২য় দিন শেষে।

উচ্চশিক্ষা দফরের আন্তঃকলেজ ক্রীড়া

শেখ কামাল উদ্দীন ● ব্যারাকপুর

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে ও পি.এন.দাস কলেজের ব্যবস্থাপনায় আন্তঃ কলেজ স্পোর্টস ও গেমস্ অনুষ্ঠিত হয় ৪ঠা ফেব্রুয়ারি থেকে ৭ই ফেব্রুয়ারি ব্যারাকপুরের রয়েল পার্ক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রীড়াঙ্গন, ইছাপুরের মেটাল স্টিল ফ্যাক্টরি স্পোর্টস কমপ্লেক্স ও পি.এন.দাস কলেজে।
চারদিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধূলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। আয়োজক কলেজের অধ্যক্ষ শর্মিলা দে তাঁদের কলেজকে এই প্রতিযোগিতা আয়োজনের দায়িত্ব দেওয়ায় উচ্চ শিক্ষা দপ্তরকে ধন্যবাদ জানান। নোয়াপাড়ার বিধায়ক তথা পি.এন.দাস কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি মঞ্জু বসু তাঁর বিধানসভা এলাকায় এই ধরনের একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন হচ্ছে জেনে গর্ব অনুভব করছেন বলে জানান। চারদিনের এই প্রতিযোগিতায় ছাত্রদের ফুটবল, ছাত্রীদের খো খো ও ছাত্রছাত্রীদের অ্যাথলেটিক্সে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্ভুক্ত মোট ২৪টি কলেজ অংশগ্রহণ করে। শেষদিনে ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে শ্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয়কে টাইব্রেকারে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় বাণীপুরের পি.জি.জি.আই.পি. এডুকেশন। খো খো প্রতিযোগিতায় ন'হাটা যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়কে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয় বাণীপুর পি.জি.জি.আই.পি.এডুকেশনের ছাত্রীরা। অ্যাথলেটিক্সে ছাত্র ও ছাত্রী উভয় বিভাগে দলগতভাবে চ্যাম্পিয়ন হয় শ্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয়।
অ্যাথলেটিক্সে ছাত্র ও ছাত্রীদের বিভাগে রানার্স হয় যথাক্রমে পি.এন.দাস কলেজ ও এ.পি.সি কলেজ। এই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন দিনে উপস্থিত ছিলেন ব্যারাকপুর পৌরসভার পৌর প্রধান উত্তম দাস, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস বোর্ডের ডিরেক্টর অনির্বাণ সরকার, হীরালাল মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ ফর উইমেনের অধ্যক্ষ সোমা দাস, বি.আর.আম্বেদকর শতবার্ষিকী কলেজের অধ্যক্ষ চিত্তরঞ্জন দাস, সরোজিনী নাইডু কলেজ ফর উইমেনের অধ্যক্ষ স্বাগতা দাস মোহান্ত, মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কার্তিক বিশ্বাস, রাজ্য সরকারের পর্যবেক্ষক দীপক কুমার সিং প্রমুখ।

বহরমপুর স্টেডিয়ামে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ঘিরে উন্মাদনা

রঙ্গীলা খাতুন ● বহরমপুর

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের ৩৪ টি ইভেন্টে নিয়ে বার্ষিক ক্রিড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ল শুক্রবার। বহরমপুর স্টেডিয়ামে এক ঝাঁক কচিকাঁচাদের ভিড়। প্রত্যেকেই পারদর্শী কোন না কোন খেলায়। কেউ হাই জাম্প, কেউ জিমন্যাসটিক কেউ দৌড়ে সহ ৩৪ টি ইভেন্টে অংশ নেয় প্রতিযোগীরা। মহকুমা স্তরে বাছাই করা প্রতিযোগীদের নিয়ে এবার লক্ষ্য জেলাস্তরে খেলা। সেই লক্ষ্যেই খেলার মাঠে প্রাথমিকের পড়ুয়াদের উদ্দীপনা। মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংসদের আয়োজনে ৪৪ তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হল শুক্রবার। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারি পরবর্তীতে রাজ্য স্তরে খেলার সুযোগ পাবে। বেলুন, পায়রা উড়িয়ে উদ্বোধন হয় প্রতিযোগিতার। প্রতিযোগীদের উৎসাহ দিতে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষিক, শিক্ষিকা, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, জনপ্রতিনিধিরা। এদিন এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা, রাজ্যের মন্ত্রী আখরুজ্জামান সহ খড়গ্রামের তৃণমূল বিধায়ক আশীষ মার্জিত ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।
প্রতিযোগিতা নিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান তথা খড়গ্রামের বিধায়ক আশিস মার্জিত বলেন, "আড়ম্বরের সাথে প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার সমস্ত শিক্ষক, শিক্ষিকাদের নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর, চক্র স্তরীয়, মহকুমা স্তরীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করে বাছাই করা প্রতিযোগীদের নিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠান হচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, ' খেলাধুলো শরীর, মন তো গঠন করবেই পাশাপাশি সংস্কৃতির মেলবন্ধন, মিলন মেলার আয়োজন হয়েছে।"

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সমাপ্ত হল

সেখ মহম্মদ ইমরান● মেদিনীপুর

আপনজন ডেস্ক: বর্ণাঢ্য আয়োজনের মাধ্যমে শেষ হলো ৪৪তম পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। গড়বেতা থানার চন্দ্রকোনা রোড স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ৫১টি চক্রের প্রায় ৪৫০জন প্রতিযোগী ৩৭টি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে।এইবারে প্রথম জেলা বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কবিতা আবৃত্তি ও অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন মঞ্চ থেকে সবুজ কার্পেটের লেনে গিয়ে সুসজ্জিত ভিক্টরি স্ট্যান্ডে প্রতিটি প্রতিযোগীতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের বিশেষ পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়।এছাড়াও সান্ত্বনা পুরস্কারও দেওয়া হয়েছে। প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ সচিব রঞ্জন ঝা, চেয়ারম্যান অনিমেষ দে, প্রতিমন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো সহ অন্যান্য উপস্থিত অতিথিবৃন্দ। চেয়ারম্যান অনিমেষ দে বলেন অত্যন্ত আনন্দের সাথে ৪৪তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়েছে। শিক্ষক মহাশয়রা অত্যন্ত দায়িত্ব সহকারে কাজ করেছে। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সঙ্গে যুক্ত সকলকে বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ফুটে উঠেছিলো রবি ঠাকুরের "সহজপাঠ"। পালকি চড়ে বিশ্বম্ভরবাবুর সাজে এক ছাত্র উপস্থিত হয়। বংশী বদনের সাজে দেখা গেল অন্য এক ছাত্রকে। এছাড়াও বর্ণপরিচয় এর বিভিন্ন চিত্র সুদৃশ্য ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয় এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় শিক্ষকরা পাঞ্জাবি ও সাদা ধুতি এবং শিক্ষিকারা লাল পাড় সাদা শাড়ি পরে উপস্থিত হন। এছাড়াও দুর্দান্ত লেজার শো এর মাধ্যমে মেদিনীপুর ক্রীড়া সংস্কৃতি ও স্বাধীনতার ঐতিহ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তুলে ধরা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী মানসরঞ্জন ভূঁইয়া, প্রতিমন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো, বিধায়ক সুজয় হাজরা, মেদিনীপুর জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় চেয়ারম্যান অনিমেষ দে, প্রাক্তন চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু বিষই প্রমুখ।

আপনজন: শুক্রবার মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক, মাদ্রাসা প্রাথমিক, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র ও নিম্ন বুনিয়াদির ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। বহরমপুর স্টেডিয়াম ময়দান অনুষ্ঠিত এই খেলায় অংশগ্রহণ করেছিল জেলার বিভিন্ন প্রান্তের ৩৪০ জন পড়ুয়া। মোট ৩৪ টি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এদিন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান আশীষ মার্জিত, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক অপর্ণা মন্ডল সহ অন্যান্যরা। ছবি: সারিউল ইসলাম

ছত্তিশগড়ে খেলছেন সাকিব আল হাসান

আপনজন ডেস্ক: চলতি মাসের ৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে ভারতের ছত্তিশগড় রাজ্যের রায়পুরে শুরু হয়েছে লিজেন্ড ৯০ লীগ। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানানো ক্রিকেটারদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এ টুর্নামেন্ট। এবারের আসরে দুবাই দলের হয়ে খেলছেন সাকিব আল হাসান। আজ বাংলাদেশ সময় সাড়ে চারটায় শুরু হয়েছে ম্যাচ।
রায়পুরের শহীদ বীর নারায়ন সিং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রাজস্থান কিংসের মুখোমুখি হয়েছে দুবাই জায়ান্টস। সাকিব যেহেতু আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছেন তাই এই লিগে খেলার সুযোগ পেয়েছেন তিনি। বাংলাদেশের আরেক সাবেক তারকা তামিম ইকবালেরও খেলার সম্ভাবনা রয়েছে এ টুর্নামেন্টে। সব ঠিক থাকলে তামিম বিগ বয়েজ ইউনিকারির হয়ে মাঠে নামবেন।
দুবাই জায়ান্টস-
সাকিব আল হাসান, থিসারা পেরেরা, কেভিন ও'ব্রায়েন, ব্রেন্ডন টেলর, লিয়াম প্লাঙ্কেট, ডোয়াইন স্মিথ,কেনার লুইস, হ্যামিল্টন মাসাকাদজা, রিচার্ড লেভি, লুক ফ্লেচার, রাহুল যাদব, ক্রিস্টোফার এম, সিড ত্রিবেদী, সেকুগে প্রসন্ন।
রাজস্থান কিংস-
ডোয়াইন ব্রাভো, ফিল মাস্টার্ড, শাহবাজ নাদিম, ফয়েজ ফজল,অঙ্কিত রাজপুত, জাসকরণ মালহোত্রা, ইমরান তাহির,শাদাব জাকাতি, জয়কিশান কোলসাওয়ালা, রাজেশ বিষ্ণোই, কোরি অ্যান্ডারসন, পঙ্কজ রাও, সামিউল্লাহ শিনওয়ারি, রজত সিং, অ্যাশলে নার্স, দৌলত জাদরান, মানপ্রিত গণি।

খোশদেলপুর হাই মাদ্রাসায় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● গুমা

আপনজন: খোশদেলপুর হাই মাদ্রাসায় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো বৃহস্পতিবার । ২৫ টি ইভেন্টে খেলা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্থান আধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আব্দুর রউফ দফাদার বলেন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলে । সহ-শিক্ষক সিয়ামত আলী বলেন খেলাধূলা শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়, এটি শরীর এবং মনের সুস্থতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ । সহ শিক্ষক শেখ আজহার আলী, বিপ্লব বিশ্বাস, ফারুক মল্লিক, জ্যোতির্ময়, সঙ্গীতা মজুমদারদের তত্ত্বাবধানে সমগ্র ক্রীড়া প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয় ।

লালগোলা কলেজের আট দলীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টে জয়ী আরবি বিভাগ

আসিফ রনি ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে লালগোলা কলেজের আন্তঃবিভাগীয় আট দলীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টে জয়ী আরবি বিভাগ। বিভাগীয় জয়ে আবেগে ভাসলেন ছাত্র-ছাত্রীসহ শিক্ষকগণ। জানা যায় মুর্শিদাবাদের লালগোলা কলেজের সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠিত হল আন্তঃবিভাগীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। খেলার উদ্বোধন করেন কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ তপন বর। আট দলীয় এ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে কলেজের বিভিন্ন বিভাগের পাশাপাশি অংশ নেন শিক্ষকদেরও একটি টিম। কলেজ সূত্রে খবর - আট ওভারের এ খেলায় বিভিন্ন বিভাগের টিমের সঙ্গে অংশ নেন ছাত্র সংসদ ও কলেজ শিক্ষকদেরও একটি টিম। প্রতিটি ম্যাচেই ছাত্র-ছাত্রীসহ শিক্ষকগণের উপস্থিতিতে মুখরিত হয়ে ওঠে খেলা প্রাঙ্গণ। সেমিফাইনালে শিক্ষক টিমের হয়ে ৭০ রানের একটি দুর্দান্ত ইনিংস খেলে সকলের নজর করে আরবি বিভাগের শিক্ষক মোবারক মণ্ডল। শুক্রবার সপ্তাহব্যাপী চলা এ টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত পর্বের খেলা অনুষ্ঠিত হল। চূড়ান্ত পর্বে অংশগ্রহণ করে স্টুডেন্ট ইউনিয়ন বনাম আরবি বিভাগ। টসে জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয় স্টুডেন্ট ইউনিয়ন। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে আট ওভারে ১৩৯ রানের টার্গেট দেয় আরবি বিভাগ। শেষে ব্যাট করতে নেমে দুর্দান্ত খেললেও শেষ ওভারের শেষ বলে জয়ের জন্য ৪ রান প্রয়োজন পড়ে স্টুডেন্ট ইউনিয়নের। এক রান করার ফলে তিন রানে জয়লাভ করে আরবি বিভাগ। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে জমজমাট হয়ে উঠে এদিনের টুর্নামেন্ট। ছাত্র শিক্ষকদের উপস্থিতিতে মুখরিত হয়ে উঠে মাঠ প্রাঙ্গণ। এদিকে আরবি বিভাগের জয়ে আনন্দে মেতে উঠেন বিভাগীয় ছাত্র-ছাত্রীরা, শুভেচ্ছা জানান বিভাগীয় প্রধান ডঃ সাইদুর রহমান। তিনি বলেন - "আরবি বিভাগের পড়ুয়ারা কোন অংশে পিছিয়ে নেই, পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাতেও পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে"। বিজয়ী দলকে বিশেষ ট্রফির সঙ্গে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হয়।
কলেজের ডঃ অধ্যক্ষ তপন বর বলেন - "এই ধরনের টুর্নামেন্ট শুধু শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করে না, বরং দলগত সহযোগিতা, নেতৃত্ব ও আত্মবিশ্বাসের বিকাশ ঘটায়। ছাত্রদের ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য এমন আয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ"।

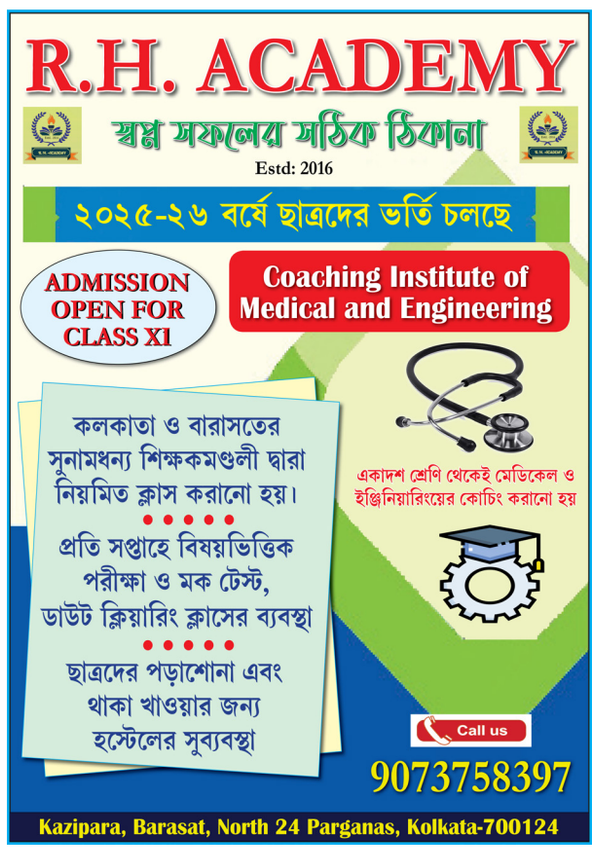

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**